ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 April, 2021 ■ আগরতলা, ৮ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ২৫ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সরকারি অফিসে কোভিড-১৯ প্রতিরোধে পদক্ষেপ আদেশ জারি

আগরতলা, ৭ এপ্রিল (হি.স.)।। সরকারি, আধাসরকারি কিংবা বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থার অফিসগুলিতে কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। আজ মুখ্যসচিব এক আদেশে এই পদক্ষেপ গ্রহণের কথা জানিয়েছেন।

তিনি জানান, ২০ জনের বেশি লোক নিয়ে কোনও সভা অনুষ্ঠিত হতে পারবে না। অংশগ্রহণকারীদের চেয়ারের মধ্যে কমপক্ষে এক মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে এবং তাদের সবাইকে মাস্ক কিংবা মুখাবরণ পরিধান করতে হবে। বৈঠকের শুরুতে এবং শেষে স্যানিটাইজার ব্যবহারের বন্দোবস্ত বাধ্যতামূলক। তিনি বলেন, ভবন, টাউন হল, রবীন্দ্র ভবন ও অন্যান্য পাবলিক প্লেসে বড় আকারের অনুষ্ঠান করা যাবে না। সরকারি ও বাসভবনের কার্যালয়ে লোক সমাগম নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আগাম সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করে আসতে হবে। সমস্ত অফিস প্রতিদিন পরিষ্কার ও স্যানিটাইজ করতে হবে। অফিসে এবং পাবলিক প্লেসে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মাস্ক ব্যবহার না করলে জরিমানা দিতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এবং তা কার্যকর করার দায়িত্বে থাকবেন সচিবালয়ের ক্ষেত্রে এস এ দপ্তরের সচিব এবং অন্যান্য অফিসে সংশ্লিষ্ট অফিসের হেড অব অফিস। সরকারি অফিসের নিরাপত্তা রক্ষীরা মাস্ক ছাড়া কাউকে প্রবেশ করতে দেবেন না।

তাঁর কথায়, কোনও আধিকারিক যদি কোনও কোভিড-১৯ রোগীর সাথে সরাসরি সংস্পর্শে আসেন তাহলে তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে আগরতলায় সচেতনতা র‍্যালী। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যে আরও ২১ জন করোনা আক্রান্ত, মৃত্যু ১, মুখ্যমন্ত্রীর সংস্পর্শে সংক্রমিত হলেন এক

আগরতলা, ৭ এপ্রিল (হি.স.): করোনা-র দ্বিতীয় ঢেউ-র ভয়াবহতা ক্রমশ তেজি হচ্ছে। গত ২৪ ঘন্টায় ২১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। ১ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সাম্প্রতিককালের মধ্যে সবচেয়ে অধিক বলে স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন পর্যালোচনা করে জানা গিয়েছে। এদিকে, আজ করোনা আক্রান্ত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী-র সংস্পর্শে ছিলেন এমন ৭৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করেছে স্বাস্থ্য দফতর। তাদের মধ্যে এক জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তিনি মুখ্যমন্ত্রী-র নিরাপত্তা কর্মী হিসেবে কর্মরত বলে সূত্রের খবর। তাকে বর্তমানে বাড়িতে আইসোলেশন-এ রাখা হয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় আরটি-পিসিআর ২৬১ জনের এবং রেপিড এন্টিজেন ৮৭৩ জনের মোট ১১৩৪ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে আরটি-পিসিআর ৪ জন এবং রেপিড এন্টিজেন ১৭ জন মোট ২১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। এদিকে, করোনা আক্রান্ত ১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৩ জন রোগ মুক্তি

করোনা ক্রমশ হচ্ছে ভয়াবহ, প্রশাসনকে কঠোর হওয়ার নির্দেশ মুখ্যসচিবের

পেয়েছে। প্রসঙ্গত, মাঝে অনেকটা সময় করোনা-র তাণ্ডব ত্রিপুরায় বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু, গত কিছুদিন ধরে ফের করোনা আক্রমন শুরু করেছে। গত ২৪ ঘন্টায় প্রাপ্ত করোনা-র খবর দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হওয়ার পর সর্বাধিক ভয়ংকর বলেই মনে করা হচ্ছে।

করোনা-র প্রকোপ ত্রিপুরায় ক্রমেই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। ফলে, করোনা মোকাবিলায় বিধিনিষেধ কঠোরভাবে পালন সুনিশ্চিত করার জন্য সমস্ত জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং পুর কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার। তাতে নিয়ম লঙ্ঘন হলে জরিমানা আদায়ের উপর বিশেষ ভাবে জোর দিতে বলেছেন তিনি। অবশ্য জনসচেতনতাকেও প্রাধান্য দেওয়ার জন্য আদেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

মুখ্যসচিবের নির্দেশ, ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে করোনা-র বাড়বাড়ন্তের জন্য মাস্ক পরিধান, হাত ধোয়া এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টি জেলাশাসকদের সুনিশ্চিত করতে হবে। সে-ক্ষেত্রে মাইকিং করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, বিভিন্ন শপিং মল, বাজারে নজরদারি রাখার জন্য পর্যাপ্ত টিম গঠন করতে হবে। তাঁরা প্রয়োজনে জরিমানা আদায়ে জোর দেবে। তাঁর সাফ কথা, পুলিশের সাথে যৌথ টিম গঠন করে নজরদারি চালাতে হবে এবং করোনা বিধি অমান্যকারীদের অবশ্যই জরিমানা করতে হবে। তিনি বলেন, প্রত্যেক শনিবার মাস্ক পরিধানের বিষয়টিকে জনগণের দরবারে পৌছে দিতে হবে। তার জন্য ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এবিভিপি ও যুবমোর্চার অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে শান্তিরবাজার কলেজে উত্তেজনা, পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ এপ্রিল।। শাসক দলের যুব সংগঠন ও ছাত্র সংগঠনের মধ্যে বিরোধের জেরে জাতীয় সড়ক অবরোধ। ঘটনা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার এর বেতাগা এলাকায়।দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার ডিগ্রি কলেজে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এবং যুব মোর্চার মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরম আকার ধারণ করেছে। কলেজে ছাত্র রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেছে যুব মোর্চা। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ যুব মোর্চার এ ধরনের কার্যকলাপ কোনোভাবেই মেনে নিতে নারাজ।

এনিয়ে গত বেশ কিছুদিন ধরেই যুব মোর্চা এবং অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর মধ্যে ঈগোর লড়াই চরম আকার ধারণ করে। এর জের ধরে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর নেতাকর্মীদের উপর আক্রমণ সংঘটিত হয়। এর প্রতিবাদে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে, এমনকি যুব মোর্চার সভাপতির বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করে। তাতে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বুধবার। শান্তিরবাজার ডিগ্রি কলেজের কিছু ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যুব মোর্চার সভাপতি সুমন দেবনাথ বেতাগায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। বুধবার অবরোধের ফলে জাতীয় সড়কে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

এমনকি রোগী নিয়ে এম্বুলেন্স যেতেও সমস্যার সম্মুখীন হয়। অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা অবরোধ ছুটে আসেন। অবরোধকারীরা দাবি জানান যুব মোর্চার সভাপতি সুমন দেবনাথ এর বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে নিতে হবে। অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত করা হয়। এর জল আরো বহুদূর পর্যন্ত গড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

দুইবারের চেষ্টা ব্যর্থ তৃতীয়বারে ফাঁসিতেই আত্মহত্যা করল যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। বাবার বাৎসরিক কাজের আগের দিন ছেলের ফাঁসিতে আত্মহত্যা। ঘটনা কমলাসাগর বিধানসভা মধুপুর দাস পাড়া এলাকায় নাম কান্তি দাস। বয়স ৫৫ পরবর্তী সময়ে মধুপুর থানায় খবর দিলে মধুপুর থানার সেকেন্ড অফিসার শুভজিৎ দেব ঘটনাস্থলে এসে সেই ঝুলন্ত দেহ বাড়ির পাশে একটি পুকুরের কিনারায় আম গাছ থেকে তা উদ্ধার করে মধুপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়।

জানা যায় কান্তি দাস এর পূর্বেও দুইবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল প্রথমবার বিষপান করে বেঁচে যায়। পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয়বার ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে কিন্তু তাতেও বেঁচে যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ বুধবার তৃতীয়বারের মতো ফাসি দিয়ে আত্মহত্যা করে দ্বিতীয় বাৰ যে গাছের ডালায় ফাসি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল সেই গাছের ডালায় তৃতীয়বার ফাসিতে আত্মহত্যা করে।

কিন্তু দ্বিতীয়বারের যে গামছা দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে সেই পুরনো গামছা টিও রয়েছে। কিন্তু তৃতীয়বার আর তার বাঁচার সম্ভব হয়নি। আর এই খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য এবং শোকের ছায়া নেমে আসে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো আগামীকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার তার বাবার বাৎসরিক কাজ ছিল। আর সেই বাংসরিক কাজ কে কেন্দ্র করে গোটা এলাকার জনগণের বাড়িতে সে কান্তি দাস নিমন্ত্রণ করেছিল। কি কারনে আচমকা বাড়ির পাশেই ফাসীতে আত্মহত্যা করে তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আবার কেউ কেউ বলছে পারিবারিক কলহের জেরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করাৰ পথ বেছে নেয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ঃ করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নিয়ম পালনের আবেদন জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি.স.)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বুধবার বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি কোভিদ-১৯ র নিয়মগুলো পালন করার আবেদন জানালেন।

এদিন প্রধানমন্ত্রী টুইটে লেখেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস-এ আমাদের ঘর-বাড়ি এবং পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর রাখতে দিনরাত পরিশ্রম যারা করছেন, সেই স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি তাদের ভূয়সী প্রশংসাও করেন। তিনি আরও জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে কোভিদ-১৯ র বিরুদ্ধে লড়াই করতে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। যার মধ্যে মাস্ক নিয়ম করে পড়তে হবে, নিয়মিতভাবে হাত ধুতে হবে এবং অন্য যে সমস্ত নিয়ম আছে সেগুলোও পালন করতে হবে। পাশাপাশি নিজেদের সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গুলো গ্রহণ করার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান।

এদিন তিনি অন্য আরেকটি টুইট লেখেন, কেন্দ্রীয় সরকার দেশে আয়ুষ্মান ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা সহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি প্রকল্পের মাধ্যমে কম খরচে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়ে দেশবাসী সুনিশ্চিত থাকতে পারেন। এই মুহূর্তে করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেশজুড়ে টিকাকরণ অভিযান চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব করোনা পজিটিভ বাড়িতেই একান্তবাসে, গঠিত বিশেষজ্ঞ টিম

আগরতলা, ৭ এপ্রিল (হি.স.)।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁর চিকিৎসায় চারজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে একটি মেডিক্যাল টিম গঠন করা হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর ইতিমধ্যে জিবি হাসপাতালে তাঁর শারীরিক পরীক্ষাও করা হয়েছে। এদিকে আজ তাঁর রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ হওয়ার পর আরটি-পিসিআর টেস্টের রিপোর্টও একই এসেছে।

প্রসঙ্গত, করোনা-র দ্বিতীয় ঢেউয়ে হাইপ্রোফাইলদের মধ্যে ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রীই প্রথম শিকার হয়েছেন। গতকাল এডিসি নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে। আজ তাঁর করোনা আক্রান্তের ঘটনা খুবই চিন্তাজনক বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, ত্রিপুরায় এখন সারা দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হু-হু করে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে।

এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আজ আমার কোভিড-১৯ টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাই চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে নিজেকে বাড়িতেই আইসোলেশনে রেখেছি। তিনি সকলকে করোনা-র সমস্ত বিধি মেনে চলার আবেদন জানিয়েছেন। সাথে সকলকে সুরক্ষিত থাকার উপদেশ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনে ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এডিসি নির্বাচন উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একাধিক নির্বাচনি প্রচার সভা ও রেলিতে অংশ নিয়েছেন। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ মুখ্যমন্ত্রীর প্রচণ্ড জ্বর এসেছিল। তাই, তাঁর রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়। টেস্টে রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তবে পুনরায় নিশ্চিত হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর আরটি-পিসিআর নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। ওই রিপোর্টও পজিটিভ এসেছে।

গতকাল ত্রিপুরায় নতুন করে ১৪ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। মোট ১,৪০২ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে ওই করোনা সংক্রামিতদের পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় ৭০ জন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রয়েছেন।

এদিকে, আজ জিবি হাসপাতাল থেকে চারজন মেডিসিন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং চারজন স্টাফ নার্সকে মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসার জন্য স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকরা মুখ্যমন্ত্রীর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় যান দূর্ঘটনায় নিহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ এপ্রিল।। ফের যান দূর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক যুবক। নিহত যুবকের নাম দীপঙ্কর শীল। তার বাড়ি তেলিয়ামুড়া থানার অধীন মোহরছড়ায়। দূর্ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ ইচারবিল এলাকায়।

জানা গিয়েছে, টিআর- ০৬-০২১৬ নম্বরের মারুতী ভ্যানটি মোহরছড়া থেকে তেলিয়ামুড়ার দিকে আসছিল। রাত আনুমানিক সাড়ে এগারটা নাগাদ ইচারবিল এলাকায় রাস্তার পাশে একটি বিদ্যুতের খুঁটির সাথে ধাক্কা লাগে ওই ভ্যানটির। বিকট আওয়াজ শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে যায়। খবর দেয়া হয় তেলিয়ামুড়া ফায়ার স্টেশনে। দমকলের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোন অফিসে ইন্টারনেট গোলযোগ, ট্যাক্স প্রদানে চরম দুর্ভোগে জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। আগরতলা পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোন অফিসে ইন্টারনেট সংযোগের গোলযোগের কারণে ভোক্তারা মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন।দুর্নীতি রোধে এবং সরকারি কাজকর্ম দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষে অনলাইন ব্যবস্থার ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

রাজ্যও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক দিয়ে অনুন্নত ত্রিপুরায় ইন্টারনেট ব্যবস্থা খুবই দুর্বল। এর খেসারত ভোগ করতে হচ্ছে অফিস আদালত থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ জনকে। ইন্টারনেটের গোলযোগের কারণে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন অফিসে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত দপ্তর

গুলি রীতিমত অসহায় হয়ে পড়েছে। এ ধরনেরই এক চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে আগরতলা পুর নিগমের সেন্ট্রাল জোন অফিসে। গত তিনদিন ধরে ট্যাক্স জমা দিতে এসে সাধারণ মানুষজন দুর্ভোগের সামিল হচ্ছেন।

মার্চ-এপ্রিল মাসে পুরো নিগমের ট্যাক্স জমা দিতে ব্যাপকসংখ্যক মানুষজন আসেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ইন্টারনেট গোলযোগ দেখা দেওয়ায় সমস্যা আরো চরম আকার ধারণ করেছে। শুধু ট্যাক্স জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে নয় অন্যান্য পরিষেবা আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। আগরতলা পৌর নিগমের সেন্ট্রাল জোন অফিসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে পরিষেবা না পাওয়ায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভোক্তারা।ইন্টারনেট পরিষেবা আরও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৭৬ ▫ ৮ এপ্রিল ২০২১ ইং ▫ ২৫ চৈত্র ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

করোনার ভয়ঙ্কর রূপ

অতীতের যাবতীয় রেকর্ড ম্লান করিয়া করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশ বাড়িতেছে।গোটা দেশের পরিসংখ্যান রীতিমতো উদ্বেগজনক।ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরাতেও করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কম নয়। গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরায় করোণায় আক্রান্ত হইয়াছেন ২১জন। মৃত্যু হইয়াছে একজনের।পরিস্থিতি দিনের-পর-দিন অবনতির দিকে ধাবিত হইতেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করিতে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিবার জন্য প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।প্রতিটি এলাকাতে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিবহাল করিবার জন্য মাইকযোগে ব্যাপক প্রচার করিবার নির্দেশ জারি করা হইয়াছে। সর্বত্র সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করলে জরিমানা আদায় শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ জারী করা হইয়াছে।সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া প্রশাসনের তরফ থেকে এই ধরনের কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হইয়াছে। উল্লেখ্য করোনা গ্রাফ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে শুরু করলেও রাজ্যের একাংশের জনগণের মধ্যে উদাসীনতার মানসিকতা পরিলক্ষিত হইতেছে। এটাই বিপদের সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে।অবিলম্বে মানুষের এই উদাসীনতা দূর করিতে না পারিলে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতে পারে।

করোনা আক্রান্ত হইয়াছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।টুইট করিয়া এই কথা জানান তিনি।নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী দেব লিখিয়াছেন , "আমি কোভিড-১৯ পজিটিভ। নিজের বাড়িতেই আইসোলেশনে রহিয়াছি। চিকিৎসকদের পরমর্শ তানিয়া চলিতেছি। সবার কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা কোভিড সংক্রান্ত নির্দেশিকা মানিয়া চলুন এবং সুস্থ থাকুন।" প্রসঙ্গত, গোটা দেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়া ত্রিপুরাতেও বাড়িয়াছে করোনা সংক্রমণ।পরিস্থিতি সামাল দিতে একাধিক নির্দেশিকা জারি করিয়াছে প্রশাসন। মারণ রোগটিকে ঠেকাইতে রাজ্যজুড়ে চলিয়াছে টিকাদান। গত জানুয়ারি মাসেই বিমানে আগরতলা পৌঁছায় করোনা ভ্যাকসিনের ৫৬ হাজার ৫০০ ডোজ। এমবিবি বিমানবন্দরে ইন্ডিগোর একটি বিমানে পুণের সিরাম ইনস্টিটিউটের তৈরি করোনা ভ্যাকসিন কোভিশিল্ড রাজ্যে পৌঁছায়। বিমানবন্দর থেকে নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে এই ভ্যাকসিন নিয়ে যাওয়া হয় গোর্খাবস্তির এন এস এম এর কার্যালয়ে। সেখান থেকেই প্রতিষেধকটি রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বিতরণ করা হয়। ১৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হয় ভ্যাকসিন দেওয়া। রাজ্যের ১৫টি সেন্টারে টিকাকরণ চলিতেছে। প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের দেওয়া হয় এই প্রতিষেধক। উল্লেখ্য, বছর ঘুরিয়া ফিরিয়াছে সেই বিভীষিকাময় দিনগুলি! গত বছর এই সময়ে করোনার তাণ্ডব ছিল দেশ জুড়িয়া। আর এখন এই মারণ ভাইরাস নতুন করিয়া জাঁকাইয়া বসিয়াছে। গত বছরের থেকেও আক্রান্তের সংখ্যা বেশি এবছরে। দিন দুয়েক আগেই দৈনিক সংক্রমণ ছাড়াইয়াছিল এক লক্ষের গণ্ডি। এইবার তাহা আরও বাড়িল। পাল্লা দিয়ে ঊর্ধ্বমুখী মৃতের সংখ্যাও। বুধবার স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান বলিতেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৭৩৬ জন করোনা আক্রান্ত হইয়াছেন। এর বেশিরভাগটাই যে মহারাষ্ট্রের সেটা বলাই বাহুল্য। গত ২৪ ঘণ্টায় সে রাজ্যে আক্রান্ত ৫৫ হাজারেরও বেশি। মহারাষ্ট্র ছাড়াও পাঞ্জাব, কর্ণাটক, ছত্তিশগড়, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতেও রীতিমতো উদ্বেগ বাড়াইয়াছে। দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১ কোটি ২৮ লক্ষ ১ হাজার ৭৮৫ জন।

রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিবার পাশাপাশি নিজেদেরকেও এই বিষয়ে আরও সচেতন হইবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। রাজধানী আগরতলা শহরে চৈত্রের সহ সমাগমের সব ধরনের প্রয়াস বন্ধ করিতে হইবে।এক্ষেত্রে সরকার এবং প্রশাসনের যদি উদার মানসিকতার পরিচয় দেয় তা হইলে করুণা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকানো সম্ভব হইবে না। সরকার এবং প্রশাসন কেউ এইসব বিষয়ে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় পরিস্থিতি মোকাবেলা করা অসম্ভব" হইয়া উঠিবে।

আমাদের বাংলায় ৪০ শতাংশ বেকারি কমেছে, কোচবিহারের জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : সারা ভারতে ২ কোটি বেকার বেড়েছে। আমাদের বাংলায় ৪০ শতাংশ বেকারি কমেছে। দারিদ্র্য কমেছে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহার উত্তরে নির্বাচনী জনসভায় এই মন্তব্য করেন। কী কী উন্নয়ন করেছে তাঁর সরকার সভা থেকে তুলে ধরেন মমতা। এই সভা থেকেই বিজেপি-র বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি। বলেন, তৃণমূলনেত্রী বলেন, আমরা জিতলে তফশিলি জাতি, উপজাতি সম্প্রদায়ের মায়েরা ১ হাজার করে হাতখরচ পাবেন। অন্য ক্যাটাগরির যাঁরা আছে তাঁরাও ৫০০ টাকা পাবেন। সরকারি, বেসরকারি ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ ছেলেমেয়ের চাকরি হবে। আপনার বাড়িতে রেশন পৌঁছে দেওয়া হবে। বিনা পয়সায় খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, পানীয় জল, কাজ পাবেন। ১০০ দিনের কাজ দুশো দিনের হতে পারে।নবম শ্রেণির ছেলেমেয়েরা সবুজ সাথীর সাইকেল পাবে বিনামূল্যে। অগস্ট মাসে আবার 'দুয়ারে সরকার' হবে। যদি কেউ স্বাস্থ্য সাথী কার্ড না পান, সব পেয়ে যাবেন। আমি এনপিআর, এনআরসি করতে দেব না। বাংলার সব মানুষ ভারতের নাগরিক।আমি একা জিতে তো লাভ নেই। আমার ভোট হয়ে গেছে। আমি জিতবই। আমি যেখানে দাঁড়াই জিতবই। আমি এখানে দাঁড়ালেও আপনারা আমাকে ভোট দিতেন। আমি একা জিতে তো সরকার গঠন করতে পারব না। ২৯৪-এর মধ্যে ২০০ ন্যূনতম চাই। আমাদের ২০০ আসন পার করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মা বোনেদের ভোটকে ভয় পাচ্ছে ওরা। শাসন করতে হয়। আমাকে শাসন করলে, আমি তোমায় শোষণ করব না। পাল্টা শাসন করব। আমি বন্দুক দিয়ে লোক খুন করব না, বোমা মারব না। মানুষকে বোঝাব আপনার একটা ভোটের দাম বন্দুক এবং বোমার থেকে অনেক দাম বেশি। শান্ত হওয়া ভাল, কিন্তু কেউ দুষ্টুমি করে তাঁকে দুটো থাপ্প দেওয়া ভাল।মেয়েরা যাতে ভোট দিতে না পারে গ্রামে গ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে দাঁড়িয়েছে। বলেছে ভোট দেওয়া যাবে না। এই মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আরামবাগে এত অত্যাচার করেছে, সুজাতা মণ্ডলকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়েছে। বুথ প্রেসিডেন্টকে খুন করেছে। তিন দফায় ৯০-এর বেশি আসনে ভোট হয়ে গিয়েছে। জেনে রাখবেন তাতে আমরা কিন্তু জিতছি।খুনি হয়ে গেছেন এখন ধনী।"মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আপনাদের এখানে বিনয় বর্মণের বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়িয়েছেন, তিনি খুনের অভিযোগে জেলে ছিলেন। পদাতিক থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস আমার করে দেওয়া। শতাব্দী, কামাখ্যা এক্সপ্রেস আমার করে দেওয়া। বাংলাদেশের সঙ্গে কথা বলে ছিটমহল করেছি। এরা (বিজেপি) এত মিথ্যা কথা বলে। রাজবংশীদের ধোঁকা দিয়েছে। নারায়ণী ব্যাটেলিয়ন করে দেব বলেছেন প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু করেছে কি? আমি কিন্তু নারায়ণী ব্যাটেলিয়ন করে দিয়েছি কোচবিহারে।

মহাভারতের প্রশিদ্ধ ভোজরাজ্যে দেবাদিদেব মহাদেব দর্শনের কিছু স্মৃতিকথা

সবিতা চক্রবর্তী

২০১৮ সালের মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালের মধ্যেই অবস্থিত ভোজপুরে দেবাদিদের মহাদেব দর্শনের অভিজ্ঞ চিরকাল আমার মনে অমিলন হয়ে থাকবে। ভোজপুর ভোপালের মূল শহর থেকে প্রায় ১৫/২০ কিলোমিটার দুরত্বে রয়েছে। খুব জনাকীর্ন শহর নয় ভোজপুর। ফাঁকা জনবসতি। ভোপাল শহর থেকে বেড়িয়ে ভোজপুর যাওয়ার রাস্তার দুধারে বিস্তীর্ণ কৃষিজমি। ভোজপুর শিবমন্দির দর্শনের মাত্র দুদিন আগে আমি ভোপালে পৌঁছেছি। আমার একমাত্র পুত্র, পুত্রবধূ এবং তাদের একমাত্র সন্তান ঐখানে থাকে। মাত্র কয়েকদিন আগে আমরা জীবনে ঘটে গেছে জীবনের চরমতম বিপর্যয় আমার স্বামীর মৃত্যু। জীবনের চরমতম আঘাত। আমার পুরো পরিবার শোকে বিপর্যস্ত। মনে হলো সবাই একমাস থেকে এই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করি। তাই ওদের ডাক অস্বীকার করতে পারলাম না। ভাবলাম মনে কিছুটা শান্তির প্রলেপ লাগবে। সেদিনটা ছিল রবিবার আমার একমাত্র পুত্র প্রকৌশলী হিসেবে একটি অংকে মোবাইল কোম্পানীতে কর্মরত। তাই ছুটি ছাটা খুব কমই থাকে। সেদিন সকালবেলা বলল চল মা তোমাকে একটা শিব মন্দিরে নিয়ে যাব। তোমার ভাল লাগবে।

আমি বললাম আমাদের তো এখন কোন মন্দিরে যেতে নেই। যে আমাকে বোঝালো না না আমরা মন্দিরে পুজো দেব না কিন্তু এর যে সারাউন্ডিংস এবং এত পৌরানিক স্মৃতি বিজরিত স্থান তোমার খুব ভালো লাগবে। শিক্ষাগত দিক থেকে আমি ইতিহাসের শ্রী। তাই পৌরানিক স্মৃতি আমাকে খুব আকৃষ্ট করে। আপত্তি না করে তাই রাজী হয়ে গেলাম। তারপর কিছু সময়ের মধ্যে সবাই তৈরি হয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। রাস্তার দুধারে মিশ্র জনবসতি পূর্ণ এলাকা এবং প্রচুর কৃষিজমি যাতে অনেক ফসল ফলে আছে দেখা যাচ্ছে। যা একেবারে বিস্তৃর্ণ দিগন্তে গিয়ে মিশেছে কোথা ও কোথাও বড় বড় জলাশয় ও দেখা যাচ্ছে। অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই আমরা ভোজপুর পৌঁছে গেলাম। গাড়ি থেকে নেমে এবার পায়ে হাঁটা পথ বেশ উঁচু একটি মালভূমির মত জায়গায় মন্দিরটি গড়া। অগনিত দর্শনার্থী গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছে মন্দির অভিমুখে। আমি ও কিছুটা সংস্কারে বশে এবং দ্বিধায় এগিয়ে চলেছি মন্দিরের দিকে কিছু দুর গিয়ে মন্দিরে ওঠার জন্য

১০/১২ টি সিঁড়ি ।ওখান থেকে ও বেশ কিছু দুরত্বে মন্দির দেখা যাচ্ছে। পায়ে বাতের ব্যথার জন্য আমি উঠতে অস্বাকীর করলাম । কিন্তু আমার ছেলে নাছোড়। সে একলাফে উপড়ে উঠে গিয়ে বলল আমি তোমাকে টেনে তুলব। আমার উপর নির্ভর কর। আমি বলল দেখ শরীর এখন ভারী হয়ে গেছে। তাই আমাকে তুলতে পারবি না। সে আমাকে টেনে তুলতে তুলতে বলল মা কখনো ছেলের কাছে ভারি হয় না। সবসময় সে মায়ের ভার বহন করতে সক্ষম। যা কোন ভাবে উপরে উঠে গেলাম। কি অপরূপ দৃশ্য। কোনদিক থেকে চোখ ফেরানো যাচ্ছে আবাক বিষ্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। চারিদিকে শাংগা গিরির লাভা বিস্তার করে রয়েছে। পুরো লাভা দিয়েই তৈরি। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রায় দশ ফুট উঁচু শিবলিঙ্গ। যেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকে মাথা উঁচু করে দর্শন করতে হচ্ছে। মহাভারতের কাহিনী সনুসারে পাণ্ডবদের অজ্ঞাত বাসের সময়ে বিভিন্ন জায়গায় যখন মা কুন্তীকে নিয়ে ওনারা ঘুরে বেড়াচ্ছেলিন তখন প্রতিদিন পাণ্ডেবমাতা সকালবেলা শিবপুজো করে দিনের শুরু করতেন। কিন্তু ঐস্থানটিতে পৌঁছে ওনারা দেখলেন কোন শিবমন্দির কোথাও নেই। তাই রাত্রিতে দ্বিতীয় পান্ড ভীম তাঁর মায়ের ইচ্ছে পূরনের জন্য ঐস্থানে শিব তৈরি শুরু করে দিলেন। আগ্নেয় গিরির লাভা কেটে কেটে একবাত্রিতেই তিনি এই শিব লিঙ্গ তৈরির কাজ শেষ করলেন। তাঁকে ঘিরেই পরবর্তী কালে গড়ে উঠল বিশ মন্দির। মায়ের ইচ্ছা পূরনের আদম্য বাসনা হয়ও তাকে এই কঠিন কাজে শক্তিও স্বামর্থ জুগিয়েছে। আশে পাশে কোথাও কোন গাছপালা নেই। সমস্ত স্থানটিই লাভা দিয়ে আবৃত যেদিকে দুচোখ যায় শুধু লাভা আর লাভা কিন্তু মন্দিরের পেছনে জানিনা কোন মন্ত্রবলে একটি বিল্ববৃক্ষ সটান দাঁড়িয়ে আছে। জনশ্রুতি এই বৃক্ষ এখানে সব সময় থাকে। একটি গাছ যখন সরে যায় আর একটি গাছ তখনই জেগে ওঠে। কি অপূর্বমহিত সবাই মন্দিরে পুজো সেরে ঐ বৃক্ষটিতে জলসিঞ্চ করে। এমনিতে মন্দিরে প্রবেশ পথের দুধারে সারি সারি পুজার সামগ্রীর দোকান। ফুল, মালা, বেলপাতা এবং ভোগের সামগ্রী পাওয়া যায়। দর্শনার্থীরা সেখান থেকেই সব সংগ্রহ করেন। পুজো দেওয়া সময় এও উচ্চতায় কেউ এই শিবলিঙ্গে জলঢালার সুযোগ পায় না। সবাই শিবলিঙ্গের গায়েই জল ঢেলে দিচ্ছে। বিনি এই শিবলিঙ্গ বানিয়েছেন জনশ্রুতি একমাত্র তিনিই এই শিবলঙ্গে জল ঢালার ক্ষমতা রাখেন। আমার বিষ্ময় জাগল এবং আমি অনুমান করতে পারছি না এই দ্বিতীয় পাণ্ডবের উচ্চতা কতটা ছিল। যাই হোক পুজো দেওয়া গেল শুধু আবাক বিষ্ময়ে চারিদিকে তাকিয়ে রইলাম শুধু মাত্র আগ্নেয় গিরির লাভার এত সৌন্দর্য। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি কত পুন্যার্থী তাদের মনের বাসনা কামনার অঞ্জলী দিচ্ছে দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে মনের সুপ্ত ইচ্ছা প্রকাশ পাওয়ার জন্য। যার যার নিজের মত করে। কেউই দুহাত তুলে গান গাইছে। কেউ পুজো শেষ করে কিছুক্ষণ নৃত্য করে মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করছে। আবার কেউ কেউ সাষ্টাঙ্গে প্রনাম করেন চিৎকার করে কাঁদছে বাবার কাছে মনের বাধন মুক্ত করার জন্য। জানিনা কেন আমি ও নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। চোখের জলে ভেসে যেতে থাকল বেশ কিছু সময়। ছেলের ডাকে স্বস্তি ফিরে এলো। ডাকল মা, এবার ফিরে চল। পাশেই একটি সরকারি মিউজিয়াম আছে। এখানে সমস্ত (Archalologieal data) এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক সামগ্রী রক্ষিত আর তোমার ভালো লাগবে। এবার নামার পালা। কষ্ট করে নেমে এলাম। মনে এল আমাদের সমাজের নানা রীতিনীতির কথা। আমরা জানি বৃদ্ধ বয়সেই সবাই তীর্থ দর্শনে যায়। আমার মনে হল এই রীতিটি কিছুতেই যুক্তিসম্মত নয়। এর কোন মানে হয় না তীর্থদর্শন কমবয়সে শরীরে সামর্থ নিয়ে করা উচিৎ। আমাদের দেশ ধর্মীয় গরিময়ি গৌরবটিন্বত। বেশির ভাগ তীর্থক্ষেত্রের গতিপথ অত্যন্ত দুরূহ এবং খুব কষ্ট করে গন্তব্যে পৌঁছাতে হয়। তাই এই চিন্তাটি এখন ধীরে ধীরে বর্জন করা উচিৎ। যাই হোক ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম Archalologieal এর দিকে। প্রবেশ পথে কিছু নিয়ম পালন করে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। মুসলীম শাসনের সময় থেকে সময়ের ক্রম অনুসারে বেশ কিছু ঐতিহাসি স্মারক রক্ষিত আছে এখানে। এমন কি বৃটিশ শাসনের সময় কালের সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ আছে শাসক ও সময়ের বিশাদ বিবরণ। অবাক বিষ্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। গবেষণা কার্যে নিযুক্ত কিছু ছাত্র ছাত্রী ও সব data এবং সংগৃহীত তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। মিউজিয়াম থেকে বেড়িয়ে আমরা বেশ কিছুটা হেঁটে একটা উঁচু জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। ঐ উঁচু জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম একটি স্রোতস্বিনী কুলু কুল শরে প্রবাহিত নদী। মাসটা ছিল জুলাই। সুতরাং বৃষ্টিতে কিছু ছিলই। তাই নদী কিছুটা ভরা যৌবনা। নিস্তরঙ্গ কলেবর হেনাৎ কম নয়। বেশ স্থুল গড়ন। আমার ছেলে বলল দেখ মা বেত্রবতী নদী। এই নদীতে ভোজ রাজকন্যা কুন্তী তার কুমারী কালের প্রথম জননী হওয়ার লজ্জা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং মায়ের গৌরবকে চোখে রাখার উপায় হিসাবে সদ্যে জাত সূর্য পুত্রকে এই নদীতেই অজানার উদ্দেশ্যে ভাসিয়ে দিয়ে ছিল। আজও সেই ঘাট তার অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে নিজেকে শ্যাওলা এবং ঘামে ঢেকে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল হয়ও এখনই চাক্ষুস করছি সেই দৃশ্যকে। নিষ্পলক খানিকখন তাকিয়ে রইলাম। সেই ঘাট এবং নদীর দিকে। মনে হচ্ছিল তাই কি ভরা যৌবনেও এই স্রোতস্বিনী এতশান্ত বুকে বয়ে চলেছে। মাতৃত্বের দেবনা মনে হচ্ছিল আমাকেও স্পর্শ করেছে। তাই কিছুটা ভারক্রান্ত মনে ধীরে ধীরে ফিরে এলাম সঙ্গে নিয়ে এলাম এক রাশ গল্প গাঁথা যা আজ আমি সবার সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে অত্যন্ত আনন্দিত।

আমাদের করোনা, ওদের করোনা

শোভনলাল চক্রবর্তী

প্রথমেই বলা দরকার, এখানে আমরা মানে ভারতের উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যাঁদের জীবনটা চলে অর্থনীতির বিশ্বায়নের ফলস্বরূপ বিজ্ঞাপনের গাড়ির মতো মসৃণভাবে। আমাদের হঠাৎ একদিন রাতে নোট বাতিল হলেও কিছু যায় আসে না। চার ঘণ্টার নোটিশে লকডাউন হলেও ডোন্ট কেয়ার। কিন্তু এই আমাদের বাইরে একটা ভারতবর্ষ আছে, যেটা ওদের। তাদের যারা প্রতিদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে আমাদের বাড়ির জঞ্জাল কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যারা মিড ডে মিলের রান্না করছে রোজ, আপনার স্বপ্নের নতুন বাড়িটার ইঁট গাঁথছে যে রাজমিস্ত্রিটা, যাদের প্রতিদিনের রক্তজল করা পরিশ্রম আমরা কিনতে চাই টাকার দামে। স্মার্ট সিটিগুলো যাদের হাতে গড়ে উঠছে, সেই তাদের ভারত। যে ভারতের ৯৪ শতাংশ শ্রমিক অসংগঠিত। যাদের মাস গেলে ন্যূনতম বেতন নেই। নেই চাকরির নিরাপত্তা, ওভার টাইমের বাড়তি মজুরি। সরকারের ধার্য করা ছুটি নেই, বোনাস নেই, ইনক্রিমেন্ট নেই, প্রভিডেন্ট ফান্ড নেই, প্রমোশন নেই—সেই নেই রাজ্যের নৈরাজ্যের ভারত। যে ভারতে লকডাউন চলাকালে অনাহারে মারা যায় ১১ বছরের শিশু, রাস্তায় স্রোত নামে পরিযায়ী শ্রকিদের, অর্ধাহাবে, অন্যহারে, পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে গিয়ে মৃতের সংখ্যা, করোনার আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যার মতোই পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে, সেই ভারত। এদের লকডাউনের প্রভাব নিয়ে কাজ করছেন বহু অর্থনীতিবিদ। তাঁদের পেশ করা হিসেবে, থেকে দেখা যাচ্ছে, বর্তমান গ্রামীণ ভারতে আর্থিকভাবে সবচেয়ে দুর্বল ১০ শতাংশ মানুষের গড়ে মাসিক ব্যয় করার ক্ষমতা কমবেশি সাড়ে সাতশো টাকা। শহরে সেটাই প্রায় হাজার টাকা। আর্থিকভাবে দুর্বল এই গোষ্ঠীর মাসিক ব্যয়ের ষাট শতাংশ চলে যায় খাদ্যদ্রব্যে। অর্থাৎ এই মানুষগুলোর প্রতিদিন খাদ্যের পিছনে গড় ব্যয় ক্ষমতা গ্রামে ষোল টাকা, শহরে একুশ টাকা। আচ্ছা, এটা প্রশ্ন করি, কোয়ারেন্টাইনের দমবন্ধ। বোরিং জীবনে একটু থ্রিল আনতে আপনারা যে ডালগোনা কফি করে তার ছবি দিয়ে সমাজ মাধ্যমে ভরিয়ে তুলছেন, তার মাথাপিছু এক গ্লাসের কত পড়ছে, ষোলা না একুশ? একবার হিসেব করে দেখতে পারেন। যে দেশ শতাংশ মানুষের কথা হচ্ছিল তাদের সংখ্যা ১৩ কোটি। ওদের মধ্যে যদি এক শতাংশকে ধরে নিই যে বর্তমানে অর্ধাহারে, অনাহারে ভুগছে, তাহলে তাদের সংখ্যাটা ১৩ লক্ষ। মনে রাখা দরকার এই মুহূর্তে ভারতে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ২৮ হাজার। মৃত প্রায় সাড়ে আটশো ছাড়িয়ে গেছে। টিভির পর্দায় মুম্বাইয়ে বান্দ্রীয় বা সাধের গুজরাত মডেলের সুরাটে লকডাউনের মধ্যেই হাজার হাজার পরিযায়ী শ্রমিকের বিক্ষোভের ছবি দেখে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন নিয়ে লম্বা চওড়া থিসিস নামানোর আদে দায় করে একটা সহজ ঐকিক নিয়ম করে দেখুন। সরকারি তথ্য বলছে গ্রামীণ ভারতে পরিবার পিছু মাসিক উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ সাড়ে চৌদ্দশ টাকা। তা হলে গড়ে চার জনের পরিবারের এই উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে ঠিক কতদিন পেট চলতে পারে? যাদের বেতনের নিরাপত্তা আছে, শ্রম আইনে বোনাস আছে, প্রভিডেন্ট পান্ড আছে, তাদের কাছে এই অঙ্ক কঠিন মনে হতে পারে। লকডাউনের অভুতপূর্ব পরিস্থিতিতে বহু অর্থনীতিবিদ সরকারের জনকল্যাণকামী ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন।

অমর্ত্য সেন জোর দিয়েছেন পারস্পরিক সহায়তার উপর। অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, টাকা ছেপে মানুষের হাতে তুলে দিতে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সরকারের কাছে দেশের ৮০ শতাংশ পরিবারে কমপক্ষে দু'মাসের জন্য মাসিক সাত হাজার টাকা ইউনিভার্সাল ইনকাম সাপোর্টের দাবি করেছেন। বিশিষ্ট অর্থনৈতিকবিদ প্রভাত পট্টানায়ক হিসেব করে দেখিয়েছেন যে, ইউনিভার্সাল ইনকাম সাপোর্টের জন্য সরকারের আনুমানিক খরচ হবে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। কিন্তু আমরা যদি এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ঘোষিত সমস্ত নগদ দেওয়ার স্কিমকে মুক্ত করি, তবে সেটা দাঁড়ায় ৩৪ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ সাড়ে তিন লক্ষ টাকার ১০ শতাংশেরও কম। এখন কথা হচ্ছে টাকা তো আর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ নয় যে, প্রয়োজন না থাকলেও ১০০ শতাংশ জোগান থাকবে। টাকার জন্য প্রয়োজন সদিচ্ছা, ভাষণ নয়। টাকার জন্য চাই পলিসি মেকিংয়ের অগ্রাধিকার। দেখা যাচ্ছে যে করোনা 'রকোপে সরকার ইতিমধ্যে প্রায় পৌনে দু'লক্ষ কোটি টাকা খরচ করেছেন। এবার সেই খরচকে দ্বিগুণ করতে, সরকারি পণ্য সরবরাহে এবং মানুষের হাতে টাকা তুলে দিতে আনুমানিক খরচ হতে পারে প্রায় ১০ লক্ষ কোটি টাকা। এখন ক্রেজিট সুইসের হিসেবে ভারতের মোট সম্পদ ৮৮২ লক্ষ কোটি টাকা। আবার অক্সফ্যামের চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেশের মোট সম্পদের ৭৫ শতাংশ রয়েছে দেশের ধনীতম ১০ শতাংশ ব্যক্তির কাচে। এখন এই ধনীতম ১০ শতাংশ ব্যক্তির সম্পদের উপর সরকার যদি আপৎকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় মাত্র ১ শতাংশ সম্পদ কর বহাল করে, তাহলে সরকারের কোষাগারে আসতে পারে প্রায় ১৩ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থ ব্যবস্থা আবার সচল করতে, ইউনিভার্সাল ইনকাম সাপোর্ট চালু করতে, রাজ্য সরকারগুলির অর্থ রবাদ্দা করতে যা যথেষ্ট। অর্থাৎ দেশর ধনীতম ১০ শতাংশ মানুষের উপর মাত্র ২ শতাংশ কর বহাল করলেই দেশের ৯০ শতাংশ মানুষের মুশকিল আসান হতে পারে। কিন্তু, সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন? ব্যয়, সংকোচন নীতিতে ৯০ শতাংশ সাধারণ মানুষের, কারও বেতন কেটে, কারও বোনাস আটকে, কারও ফিক্সড ডিপোজিট, কারও পিএফ-এর সুদের হার কমিয়ে, কারও পেনশন আটকে অর্থনীতি সামাল দেওয়া চেষ্টা করবেন, নাকি, ধনীতম ১০ শতাংশের উপর ২ শতাংশ কর বসিয়ে বাকিদের উদ্ধার করবেন। এখানে প্রশ্ন থাকবে, আপনি কোনটা চাইবেন? সরকার কার স্বার্থ রক্ষা করবে, ১০ শতাংশের , নাকি বাকি ৯০ শতাংশের? আমাদের দেশজ সংস্কৃতি কিন্তু বলে সরকার ওই ১০ শতাংশের স্বার্থ রক্ষা করতে উদগ্রীব এখন। যে কেন্দ্রীয় সরকারকে, পড়ুন পার্টিকে, ভোট জিততে ১০০ কোটি টাকা খরচ করেছে ওই মুষ্টিমেয় ১০ শতাংশ, তাদের এই দুর্দিনে না দেখলে চলে? আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, সেকি আমরা যে রোদে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ভোট দিলাম তার কোনও দাম নেই? আজ্ঞে না, নেই। আমার আপনার ভোটে সরকার বদলায় না, ওটা একটা লোক দেখানো খেলা। আসল হল ভোটে কে কত টাকা ইনভেস্ট করল। যার ইনভেস্টমেন্ট যত বেশি তার জয়ের অঙ্কের থলে তত ভারী। (সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

অ্যান্টেলিয়া কাণ্ডে এনআইএ-র জিজ্ঞাসাবাদে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং

মুম্বই, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : অ্যান্টেলিয়া কাণ্ডে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ বুধবার সকালে থেকে মুম্বই পুলিশের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিংকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। সূত্রের খবর, এনআইএ তদন্তকারী দল এদিন মূলত জানতে চাইছে, কার তৎপরতা বা সুপারিশে অভিযুক্ত সাসপেন্ডড এএসআই শচীন বাজেকে পুলিশ বিভাগে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। সে বিষয়ে পরমবীর সিংকে জিজ্ঞাসাবাদ করাও হয়েছে। এই প্রশ্নে পরমবীর সিং উত্তর দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছেন বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। সূত্রে এও জানা গিয়েছে, এনআইএ তদন্তকারী আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে সহযোগিতা না করলে এদিন সন্ধ্যের মধ্যে গ্রেফতার হতে পারেন পরমবীর সিং।

এনআইএ সূত্রের খবর, বর্তমান মুম্বই পুলিশ কমিশনার হেমন্ত নাগরালে রাজ্য সরকারের কাছে এই মামলার একটি রিপোর্ট পেশ করেছেন। এই রিপোর্টে হেমন্ত নাগরালে পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন, পরমবীর সিংয়ের কথায় শচীন বাজেকে ফের পুলিশ প্রশাসনে বহাল করা হয়েছিল। পরমবীর সিং নিজের রক্ষার জন্যই শচীন বাজেকে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিক পদে স্থানান্তরিত করেন এবং সমস্ত হাইপ্রোফাইল মামলার দায়িত্বভার তার ওপর দেওয়া হয়। রিপোর্টে উল্লেখ আছে, শিল্পপতি মুকেশ অম্বানির অ্যান্টিলিয়া বাংলোর পাশে জিলেটিন ভরা যে সময়ে গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছিল, সেই ঘটনার আগে এবং পরে সচিন বাজের সঙ্গে তৎকালীন পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিংয়ের ঘন্টা পর ঘন্টা কথা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, শচীন বাজে নিজের দফতরের উর্দতন কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট না করে তিনি সরাসরি তৎকালীন মুম্বাই পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিংকে রিপোর্ট করতেন। হেমন্ত নাগরালের এই রিপোর্টে পরমবীর সিং বেশ সমস্যায় পড়েছেন বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, পরমবীর সিংয়ের কাছ থেকে তদন্তকারী আধিকারিকরা এই বিষয়ে সত্যতা জানার চেষ্টা করছেন। পরমবীর সিং যদি তদন্তকারী আধিকারিকদের প্রশ্নের জবাব সঠিকভাবে দিতে না পারেন, তাহলে তার গ্রেফতার হওয়া প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এরআগেও তদন্তকারী দলেক আধিকারিকরা সচিন বাজের অন্যতম দুই সহযোগীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এদিন পরমবীর সিংকে তদন্তকারী আধিকারিকরা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য লম্বা প্রশ্নের তালিকা তৈরি করেছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে আইএমএ ত্রিপুরা শাখায় করোনার টিকাকরণ কর্মসূচি। ছবি ঃ নিজস্ব

রেপো রেট ফের অপরিবর্তিত, ৩.৩৫ শতাংশেই থাকল রিভার্স রেপো রেট

মুম্বই, ৭ এপ্রিল (হি.স.): রেপো রেট পুনরায় অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই), অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে রিভার্স রেপো রেটও। এই নিয়ে টানা পাঁচ-বার পলিসি রেট স্থিতিশীল অবস্থায় রাখল আরবিআই। অপরিবর্তিত থাকার পর বর্তমানে রেপো রেট ৪ শতাংশ এবং রিভার্স রেপো রেট ৩.৩৫ শতাংশ। বুধবার আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস জানিয়েছেন, সুবিধাজনক অবস্থান বজায় রাখার জন্য রেপো রেট ৪ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

একইসঙ্গে আরবিআই গভর্নর জানিয়েছেন, কোভিড সংক্রমণের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি অর্থনীতিকে চাঙ্গা (ইকোনমিক গ্রোথ রিকোভারি) করার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। পর্যাপ্ত লিকুইডিটির সঙ্গে মার্কেটকে সাপোর্ট করবে আরবিআই। আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস আরও জানিয়েছেন, '২০২১-২২ অর্থবর্ষের জন্য প্রকৃত জিডিপি গ্রোথ ১০.৫ শতাংশ ধরা হয়েছে।' ভারতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য আরবিআই ক্রমাগত ব্যবস্থা নিতে থাকবে, সে কথাও জানিয়েছেন শক্তিকান্ত দাস।

নির্বাচন কমিশনের সামনে পিপিই কিট পরে প্রতিবাদ

কলকাতা,৭ এপ্রিল (হি. স.) : করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। রাজ্য জুড়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। প্রতিবাদে বুধবার নির্বাচন কমিশনের অফিসের সামনে পিপিই কিট পরে শুয়ে প্রতিবাদ অরাজনৈতিক দল।

ইতিমধ্যেই দু দফার ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। তারই মাঝে ক্রমাগত লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ২ হাজার ছাড়িয়েছে। এরই মাঝে কেনও রাজ্য জুড়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ তারই প্রতিবাদে এদিন নির্বাচন কমিশনের অফিসের সামনে পিপিই কিট পরে রাস্তায় শুয়ে পড়ে প্রতিবাদ জানায় অরাজনৈতিক দলের তরফে। হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল

কয়লা-কাণ্ডে ফের সিবিআই তলব, বৃহস্পতিবার হাজিরার নির্দেশ লালাকে

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি.স.): কয়লা-কাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালাকে ফের তলব করল সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। এই নিয়ে চতুর্থবার সিবিআইয়ের মুখোমুখি হতে চলেছেন লালা। বৃহস্পতিবারই লালাকে নিজাম প্যালেসে হাজির হতে বলা হয়েছে। সূত্রের খবর, এর আগে লালাকে তিন বার জেরা করা হলেও সন্তুষ্ট হননি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। তাই চতুর্থবার তলব করা হয়েছে তাঁকে। বৃহস্পতিবার লালা সিবিআই-এর মুখোমুখি হলেও তাঁর বিরুদ্ধে এখনই কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবেন না কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। কারণ ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত লালাকে রক্ষাকবচ প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্ট। উল্লেখ্য, কয়লা কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত লালা। খাদান থেকে বেআইনি ভাবে কয়লা তুলে পাচারের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। সেই কয়লা সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পৌঁছে যেত ভিনরাজ্যেও। এ কাজে তাঁকে ইসিএল, নিরাপত্তা সংস্থা সিআইএসএফ এবং রেলের কর্মীদের একাংশ সাহায্য করত বলেও অভিযোগ। কয়লা পাচারের এই ঘটনার সিবিআই-এর পাশাপাশি ইডিও তদন্ত করছে।

করোনা-রুখতে মাস্ক "সুরক্ষা কবচ", একা গাড়ি চালালেও বাধ্যতামূলক : দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়া রুখতে মাস্কই "সুরক্ষা কবচ", তাই গাড়িতে একা থাকলেও পরতেই হবে মাস্ক। জানিয়ে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি প্রতিভা এম সিং এই রায় দেওয়ার সময় জানিয়েছেন, গাড়িকে "পাবলিক স্পেস" হিসেবেই ধরতে হবে। প্রাইভেট গাড়িতে একা থাকলে যদি কেউ মাস্ক না পরেন, সেক্ষেত্রে যেন চালান না কাটা হয়, এমনই চারটি আবেদন জমা পড়েছিল দিল্লি হাইকোর্টে। এদিন সেই চারটি আবেদনই খারিজ করে দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট। দিল্লিতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে, হু হু করে বাড়ছে করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। দিল্লিতে লাগুও হয়েছে নৈশ কারফিউ। এমতাবস্থায় দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়ে দিল, করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়া রুখতে মাস্কই একমাত্র "সুরক্ষা কবচ"। তাই গাড়িতে একা থাকলেও মাস্ক পরতেই হবে।

২ মে তৃণমূল সরকার থেকে মুক্তি পাবে পশ্চিমবঙ্গ : যোগী আদিত্যনাথ

জলপাইগুড়ি, ৭ এপ্রিল (হি.স.): আগামী ২ মে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা, ওই দিন তৃণমূল সরকার থেকে মুক্তি পাবে পশ্চিমবঙ্গ। বুধবার জলপাইগুড়ির জনসভা থেকে এই দাবি করলেন বিজেপি নেতা তথা উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। যোগীর কথায়, ২ মে তৃণমূল সরকার থেকে মুক্তি পাবে পশ্চিমবঙ্গ। তৃণমূলের গুন্ডাদের আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে। এটা তো ঠিক কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এবং তৃণমূলের মতো দল অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা করবে, কিন্তু পাতাল থেকে খুঁজে বের করে তাদের জেলের ভিতরে পাঠানোর কাজ করা হবে।

এদিন জলপাইগুড়ি জেলার মাল বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভান্ডারী গ্রাউন্ড হেলিপ্যাডে জনসভা করেছেন যোগী আদিত্যনাথ। তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করে যোগী বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গে লাগু হতে দেয় না তৃণমূল সরকার। রাজ্যের যুব সমাজ, মহিলা, কৃষক, ব্যবসায়ীদের প্রতি দিদির কোনও সহানুভূতি নেই। যাঁরা দাঙ্গা করে, মা দুর্গা, মা সরস্বতীর পুজোয় ব্যাঘাত আনে দিদির সহানুভূতি শুধুমাত্র তাঁদের প্রতি।' যোগী বলেন, 'দিদি এখন এতটাই ক্ষুব্দ যে তিনি বলছেন জয় শ্রীরাম বললেই জেলে ভরে দেওয়া হবে। ক্ষোভ বিজেপি অথবা আমাদেরকে নিয়ে হতে পারে, কিন্তু রামের সঙ্গে কেন? রাম তো আমাদের সকলের আরাধ্য। রামের প্রতি যে যে দুঃসাহস দেখিয়েছিল, তার খারাপ পরিস্থিতি হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের দুর্দশা নিশ্চিত।'

দুঃশ্চিন্তা কাটছে না, ফের ফারুকের করোনা-টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ

শ্রীনগর, ৭ এপ্রিল (হি.স.): দুঃশ্চিন্তা আর কাটছে না, ফের করোনা-টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এলো জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর প্রেসিডেন্ট ফারুক আবদুল্লার। ফলে করোনা-মুক্ত হতে পারলেন না শ্রীনগরের সাংসদ। গত ৩০ মার্চ কোভিডে সংক্রমিত হয়েছিলেন ফারুক আবদুল্লা, শুরুতে বাড়িতেই আইসোলেশনে ছিলেন তিনি। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে শ্রীনগরের ৩ এপ্রিল এসকেআইএমএস সৌরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ফারুককে। হাসপাতালেই ফারুকের চিকিৎসা চলছিল। পুনরায় তাঁর করোনা-টেস্ট করা হয়, সেই রিপোর্টই পজিটিভ এসেছে। বুধবার হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শ্রীনগরের সাংসদ ফারুক আবদুল্লার করোনা-টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। ফলে হাসপাতালেই থাকতে হবে ৮৩ বছর বয়সী এই সাংসদকে।

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিন সমস্ত নাগরিক : পওয়ার

মুম্বই, ৭ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসের টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ নিলেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার। কিছু দিন আগেই গলব্লাডারে সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে শরদ পওয়ারের, আগেই নিয়েছিলেন করোনার প্রথম দফার টিকা, বুধবার বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে করোনাভাইরাসের টিকার দ্বিতীয় দফার ডোজ নিয়েছেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার। এদিন টিকা নেওয়ার পর, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমস্ত নাগরিককে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন এনসিপি প্রধান।

শরদ পওয়ার নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে টিকা নেওয়ার ছবি আপলোড করে লিখেছেন, 'বুধবার সকালে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছি। চিকিৎসক লাহানে এবং তাঁর মেডিক্যাল টিমকে অনেক ধন্যবাদ। কাকতালীয়ভাবে, বুধবার বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, এই দিন সমস্ত নাগরিকের কাছে অনুরোধ করছি, যত দ্রুত সম্ভব টিকা নিয়ে করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সক্রিয় ভূমিকা নিন।'

ভারত-পাক সীমান্তে গুলিতে নিহত পাচারকারী, দু''টি একে-৪৭ রাইফেল উদ্ধার

অমৃতসর, ৭ এপ্রিল (হি.স.): পঞ্জাবে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের কাছে অমৃতসর পুলিশ (গ্রামীণ) ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র যৌথ অভিযানে নিকেশ হয়েছে একজন পাক চোরাচালানকারীর। উদ্ধার করা হয়েছে ২২ কেজি হেরোইন এবং দু''টি একে-৪৭ রাইফেল। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অমৃতসর (গ্রামীণ)-এর এসএসপি ধ্রুব দাহিয়ার নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। ডেপুটি পুলিশ সুপার গুরিন্দরপাল সিং নাগরা, অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপার (মাজিথা) অভিমন্যু রাণাকে টিম গঠন করেছিলেন এসএসপি। বিএসএফ-এর সঙ্গে সমন্বয়ে সফলতা পেয়েছে অমৃতসর পুলিশ।

বুধবার মাদক ও আগ্নেয়াস্ত্র পাচারের সময় নিকেশ করা হয়েছে পাক চোরাচালানকারীকে। ২২ কেজি ওজনের ২২ প্যাকেট হেরোইন, দু''টি একে-৪৭ রাইফেল, চারটি ম্যাগাজিন এবং ৪৫টি তাজা গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও একটি মোবাইল ফোন, প্লাস্টিকের পাইপ, ও পাকিস্তানি মুদ্রায় ২১০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ওই পাকিস্তানী চোরাচালানকারীর কাছ থেকে মাদক দ্রব্য ও আগ্নেয়াস্ত্র নেওয়ার কথা ছিল ভারতীয় স্মাগলারদের।

৩০ এপ্রিল অবধি পঞ্জাবজুড়ে নৈশ কারফিউ, রাজনৈতিক জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা

অমৃতসর, ৭ এপ্রিল (হি.স.): নির্দিষ্ট কয়েকটি জেলা নয়, এবার পঞ্জাবের সমস্ত জেলায় লাগু থাকবে নৈশ কারফিউ। আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিদিন রাত ৯টা থেকে পরবর্তী দিন সকাল পাঁচটা পর্যন্ত পঞ্জাবজুড়ে লাগু থাকবে নৈশ কারফিউ। এখানেই শেষ নয়, করোনাকে রুখতে পঞ্জাবে আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত রাজনৈতিক জমায়েত পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পঞ্জাবে হু হু করে বাড়ছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। করোনা রুখতে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং নির্দেশ দিয়েছেন, ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে পুরোপুরি নিষিদ্ধ থাকবে রাজনৈতিক জমায়েত। যদি কেউ না মানে তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ১২টি জেলায় লাগু ছিল নৈশ কারফিউ।' কিন্তু, বুধবার থেকে আগামী ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সমগ্র পঞ্জাবজুড়ে রাত ৯টা থেকে পরবর্তী দিন সকাল পাঁচটা পর্যন্ত লাগু থাকবে রাত্রিকালীন কারফিউ।

কৃষি আইন নিয়ে ক্ষোভ, দল ছাড়লেন উত্তর প্রদেশের বিজেপি নেত্রী

মুজফরনগর, ৭ এপ্রিল (.হি.স.): কৃষি আইন নিয়ে ক্ষোভের কারণে এবার দল ছাড়লেন উত্তর প্রদেশের একজন বিজেপি নেত্রী। কৃষকদের আন্দোলনকে সম্মান ও সমর্থন জানিয়ে বুধবার বিজেপি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়ম্বদা তোমর। উত্তর প্রদেশে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রাক্কালে উত্তর প্রদেশ মহিলা কমিশন থেকেও তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। উত্তর প্রদেশ বিজেপির সভাপতি স্বতন্ত্র দেব সিংকে লেখা ইস্তফাপত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, বিগত ৪ মাস ধরে কৃষকদের লাগাতার আন্দোলন সত্ত্বেও অন্নদাতাদের দাবিকে উপেক্ষা করছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। বিজেপির কৃষক-বিরোধী নীতির কারণে দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রিয়ম্বদা তোমর। তিনি জানিয়েছেন, উত্তর প্রদেশে মহিলাদের উপেক্ষা করছে বিজেপি এবং মহিলাদের দাবি পূরণে ব্যার্থ হয়েছে।

সরকার শর্ত মেনে নিলে পণবন্দী জওয়ানকে মুক্তি দিতে রাজি মাওবাদীরা

বিজাপুর, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : সরকার পক্ষ শর্ত মেনে নিলে পণবন্দী জওয়ানকে মুক্তি দিতে রাজি মাওবাদীরা। তবে এই প্রক্রিয়া হবে মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে। বিজাপুরে নিরাপত্তা বাহিনীদের সঙ্গে সংঘর্ষের পাঁচদিন পর সরকারি বিবৃতি দিল মাওবাদীরা। বিবৃতিতে তাঁরা জানিয়েছেন, পুলিশ, জওয়ানদের সঙ্গে তাঁদের কোনও শত্রুতা নেই। তবে সরকারের বিরুদ্ধে এই লড়াই চলবে বলেই হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখল তাঁরা।

বিবৃতিতে সংঘর্ষে হতাহতের সংখ্যাও জানিয়েছে তাঁরা। মাওবাদীদের দাবি, ওই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ২৪ জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন ৩১ জন। আরও এক কোবরা কমান্ডো পণবন্দী। তাদেরও চার সঙ্গীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে মাও সংগঠনের তরফে। বিবৃতি জারি করে তাঁদের দাবি, সরকারের সঙ্গে দর কষাকষিতে রাজি তারা। তবে তার আগে মধ্যস্থতারীর নাম জানাতে হবে সরকারকে। তবেই মুক্তি দেওয়া হবে বন্দি জওয়ানকে। কেন্দ্রকে দেওয়া মাওবাদীদের জবাবে দাবি করা হয়েছে, তাদের লড়াই নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে নয়।কিন্তু তাদের উপর আঘাত এলে, তারাও পালটা আঘাত হানবে। তাই পরিসংখ্যান তুলে দাবি করা হয়েছে, গত চার মাসে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ২৮ জন মাওবাদী। গত চার বছরে ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত বস্তার ও সুকমা অঞ্চলে ক্রমাগত ক্যাম্পের সংখ্যা বাড়িয়েছে কোবরা বাহিনী।ঘন জঙ্গলের ভিতরে প্রায় ৬০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ধীরে ধীরে নিজেদের দখলে নিয়েছে। মূলত বাহিনীর এই আগ্রাসনেই ওই এলাকা থেকে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল মাওবাদীরা।

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া সমালোচনায় তথাগত রায়, মুখর নেটিজেনরা

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : "হুইলচেয়ারে বসে চেরা গলায় একশো-আশি ডিগ্রি হাত নেড়ে মমতার আর্ত চিৎকার ও প্রলাপের মূল মেসেজ একটাই : 'তোমরা আমাকে জেতাও, মোদীর দল ক্ষমতায় এলে আমার কি অবস্থা হবে ? সেটা ভেবে কি আমার জন্য তোমাদের কষ্ট হচ্ছে না' ?

টুইট ও ফেসবুকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে এভাবেই ব্যঙ্গ করলেন রাজ্যের প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি তথাগত রায়। পোস্ট করার ১৬ ঘন্টা বাদে, বুধবার বেলা সাড়ে বারোটায় ফেসবুকে সহস্রাধিক লাইক, ৯৩টি মন্তব্য, ৯১টি শেয়ার।

অলক গুহ লিখেছেন, "মুর্খমন্ত্রীর যদি হুইল চেয়ারেরই দরকার ছিল তাহলে তিনি একটা ইলেকট্রিক মোটর চালিত হুইল চেয়ার নিতে পারতেন যেটা সহজেই ভারতে পাওয়া যায় ; ওনার দুটো হাততো খালি ; কাজেই নিজেই হুইল চেয়ার চালাতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয় ; সর্বক্ষন দুতিন জন লোক হুইল চেয়ার ঠেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য লাগাতে হতোনা; কিন্তু জনসাধারণ নিশ্চই বুঝতে পারছে যে অসুবিধাটা অন্যখানে : নিজেকে মুখে নির্ভিক যোদ্ধ্যা হিসেবে জাহির করা বেক্তি পায়ের হাড় থেতো হয়ে যাওয়া আর সব শিরা ছিড়ে যাওয়ার (কোনো রক্তপাত অবশ্য হয়নি) পর একদম বেবশ লাচার এই রঙ্গটা ঠিকমত জমানো যেতনা।"

শঙ্কর কুমার দত্ত লিখেছেন, "সাবিত্রী, সুচিত্রা, সুপ্রিয়ার চাইতেও বড় মাপের অভিনেত্রী এই মহিলা। ধিক্কার জানাই এই নারী জাতির এই কলঙ্কটিকে!"

বিপ্লব মন্ডল লিখেছেন, "এই কথাটাই একসপ্তাহ আগে আমি পাড়ার চার দোকানে আলোচনা করেছি। শৈবাল ঘোষদস্তিদার লিখেছেন, "এক দম ঠিক ভোট চাওয়ার নামে শুধু ভাইপো কে বাঁচানোর করুন আর্তনাদ আর কাকুতি মিনতি।" ব্রজ কিশোর সাহা লিখেছেন, "বিজেপি জিন্দাবাদ,তথাগত বাবু জিন্দাবাদ, ভারত মাতা কি জয়। নীতিশ বালা লিখেছেন, "বেগম পাগল হবে এর পর।"তথাগতবাবুর বিরোধিতাও করেছেন অনেকে। অভিষেক চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "আপনাকে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে! এই বুড়ো বয়সে এত অসম্মান নিয়ে কি করে যে বেঁচে আছেন?" গোপাল রায় লিখেছেন, "আপনার দল হেরে গেলে আপনি তো বিলীন হয়ে যাবেন।" মিঠুন আলি লিখেছেন, "আচ্ছা এনার কি মানসিক সমস্যা আছে?" রনিত রায় লিখেছেন, "রাফেলের ঘুষের ভাগ চৌকিদার ভাগ কিছু দিল?"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সিপিএম দিকভ্রষ্ট, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে ব্যর্থ চেষ্টা করছে তৃণমূল : রিঙ্কু নস্কর

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি স)। একাধিক সম্ভাব্য দাবিদারকে হতাশ করে এবার ভোটে যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে রিঙ্কু নস্করকে। গোড়ায় দলের কর্মীদের একাংশে এ নিয়ে কিছুটা অস্বস্তি থাকলেও এখন প্রার্থীকে জেতানোর ব্যাপারে এককাট্টা। স্থানীয় কাউন্সিলার হওয়ায় এলাকায় পরিচিত মুখ। তাই প্রচারেও সুবিধা হচ্ছে। তবে লড়াই শক্ত। কারণ, তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছেন যাদবপুরেরই আর এক প্রভাবশালী পুরপিতা তথা মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার। আর সিপিএমের প্রার্থী গতবারের এই কেন্দ্রের বিধায়ক তথা বিধানসভার বাম প্রধান সুজন চক্রবর্তী।

ভোটের মুখে বিজেপিতে যোগ দিয়ে প্রার্থী হন কলকাতা পুরসভার ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ী কাউন্সিলর রিঙ্কু নস্কর। কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা নিয়ে সিপিএমের অনেক কর্মী-সমর্থক খুশি নন। দলের সঙ্গে বাড়ে দূরত্বও। রিঙ্কুও তাঁদের এক জন। এ বিষয়ে সিপিএমের এক নেতা বলেন, "রিঙ্কুর স্বামী মানস মুখোপাধ্যায় প্রোমোটিং ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। অনেক দিন হল বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। বেশ কিছু দিন ধরেই রিঙ্কুর দলবদলের খবর আসছিল আমাদের কাছে। ওঁকে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে।" তা সত্বেও রিঙ্কুকে দলে রাখতে সিপিএম নেতারা আসরে নামেন। নেতারা তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু রিঙ্কু অনড়ই ছিলেন। সিপিএম থেকে একেবারে সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিলেন কেন? 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে রিঙ্কু বলেন, "সিপিএম এখন পথভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত হয়েছে।

ছেলেবেলা কেটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় গৌড়দহ স্টেশনের কাছে নারায়ণপুরে। স্থানীয় অক্ষয় বিদ্যামন্দির থেকে মাধ্যমিক, ক্যানিংয়ের একটি স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক। এর পর প্রেসিডেন্সি থেকে বাংলায় স্নাতক, রবীন্দ্র ভারতী থেকে স্নাতকোত্তর এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতার পাঠ্যক্রম। জানালেন, পরিবারের কেউ রাজনীতি করতেন না। আমি ২০০৮ সাল নাগাদ ডিওয়াইএফ করতে শুরু করি। ২০১০-এ পুরসভার ভোটে আমাকে সিপিএম প্রার্থী করে। কাউন্সিলার হই।' এর আগে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে রিঙ্কু দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর কেন্দ্র থেকে সিপিএমের প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ওই নির্বাচনে তিনি জিততে পারেননি। এলাকায় লড়াকু নেত্রী হিসাবেই পরিচিত ছিলেন রিঙ্কু। গত পুর নির্বাচনেও তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়ে যাদবপুর এলাকার ১০২ নম্বর ওয়ার্ডে তিনি জয়ী হন।

১৯৬৭ সালে যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র তৈরি হওয়ার পর থেকে এখানে সিপিএমের স্ট্রাইচিং রেট অনেক বেশি। ১৯৮৭, '৯১, '৯৬, ২০০১, ২০০৬ উর্যর্পুপরি পাঁচ বার জেতেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রীর পদে থেকেও ২০১১-র ভোটে হেরে যান। তাঁর ঝুলিতে পড়ে ৪৪.৭৬ শতাংশ ভোট। একদা তাঁর অধীনে কাজ করা আমলা মণীশ গুপ্ত পান ৫৩.৩১ শতাংশ। ২০১৬-তে ৪৬ শতাংশ ভোট পেয়ে হারানো জমি উদ্ধার করেন সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী। মণীশ গুপ্ত পান ৪১.১৫ শতাংশ। বিজেপি-র ডঃ মোহিত রায় পান ৬.৮২ শতাংশ। তবে বিজেপি-র ভোট বেড়ে ২,৪৭৯ থেকে বেড়ে হয় ১৩,৯২২।

রিঙ্কু বলেন, "এবারের ভোটে জাদু সংখ্যায় দাঁড়াবে এটা।' প্রচার করতে গিয়ে মাঝে মাঝেই বাধার মুখে পড়ছেন রিঙ্কু। এ ব্যাপারে থানা-পুলিশ করেও লাভ হচ্ছেনা বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এই প্রতিবেদককে বলেন, "তৃণমূল পায়ের নিচের জমি হারিয়ে ফেলেছে। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে এভাবে ব্যর্থ চেষ্টা করছে।' যাদবপুরে ভোট চতুর্থ পর্যায়ে, ১০ এপ্রিল।

স্বাধীনতার পর জাতীয় পতাকা উড়ল শ্রীনগরের প্রেস এনক্লেভে

শ্রীনগর, ৭এপ্রিল (হি.স.) : স্বাধীনতার পর এই প্রথম জম্মু কাশ্মীরের শ্রীনগরের লাল চকের প্রেস এনক্লেভে উড়ল ভারতের জাতীয় পতাকা। ট্যুইট করে এই খবর জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। তিনি বুধবার প্রেস এনক্লেভের দুটি ছবি পোস্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। জম্মু কাশ্মীরের স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের নির্দেশে শ্রীনগরের প্রেস এনক্লেভের মত প্রাচীন ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এবিষয়ে একটি সার্কুলারও জারি করা হয়েছিল। গত সপ্তাহে সার্কুলার জারি করেন কাশ্মীরের ডিভিশনাল কমিশনার পি কে পোল। মার্চ মাসেই জম্মু কাশ্মীর প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল প্রতিটি সরকারি স্কুলে একটি করে সাইনবোর্ড থাকবে, যার মধ্যে থাকবে ভারতের জাতীয় পতাকার ছবি।এরআগে কাশ্মীরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে একাধিকবার বাধার মুখে পড়তে হয়েছে প্রশাসনকে। দিন কয়েক আগেই বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। তিনি বলেন "যতদিন কাশ্মীরের জন্য নির্ধারিত পতাকা না ফেরানো হবে ততদিন দেশের জাতীয় পতাকাকেও সম্মান দেখানো সম্ভব নয়। আমাদের পতাকা ফিরিয়ে দেওয়া হলে ফের আমরা জাতীয় পতাকা হাতে তুলে নেব।"

হরেকরকম
হরেকরকম হরেকরকম

যে পাঁচ খাবারে শিশুর মেধা বাড়ে

শিশুদের বয়সটা হচ্ছে শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশসাধনের সময় । এ সময় সুস্থভাবে বেড়ে শিশুদের শিশুর খাবার তালিকায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হয়। অনেক পিতামাতা শিশুদের নিয়মিত ফল ও শাকসব্জি খাওয়াতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু এর পাশাপাশি এমন কিছু খাবার খাওয়ানোর প্রয়োজন যা তাদের মস্তিষ্কের বিকাশসাধন করবে তথা মেধা ও মনোযোগ বাড়াবে। এখানে শিশুর মেধা ও মনোযোগ বৃদ্ধি করতে পাঁচ খাবার দেওয়া হল— যা ১২ মাস ও তদোর্ধ্ব বয়সের বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবেন।

ডিম ঃ শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশসাধন হয় উল্লেখ্যযোগ হারে। এ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একটি পুষ্টি হচ্ছে কোলাইন। মস্তিষ্কের গভীরে স্মৃতিকোষ তৈরি করতে কোলাইনের প্রয়োজন রয়েছে। ডিমের কুসুমে পর্যাপ্ত কোলাইন পাওয়া যায়। আট বছর পর্যন্ত প্রতিদিন যতটুকু কোলাইন লাগে তার প্রায় সমপরিমাণ পুষ্টি একটি ডিমের কুসুম সরবরাহ করতে পারে। ডিমে প্রচুর প্রোটিন, আয়রন, ভিটামিন এ এবং ফোলেটও রয়েছে- এদের প্রত্যেকটি কোষের বৃদ্ধি, বিকাশসাধন ও মেরামতের দরকার। তাই শিশু ডিমের প্রতি অ্যালার্জিক না হলে তাদের প্রতিদিন ডিম খেতে উৎসাহিত করুন।

তৈলাক্ত মাছ ঃ তৈলাক্ত মাছ অনেক উপকার করতে পারে। মস্তিষ্কের বিকাশসাধন ও স্বাস্থ্যের জন্য ওমেগা ৩ সমৃদ্ধ মাছ খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কোষের বিকাশসাধনের জন্য অন্যতম হচ্ছে ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড। এ পুষ্টি নিউরোট্রান্সমিটার ফাংশনে ভূমিকা রেখে আচরণগত সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। কিছু গবেষণায় নিম্নমাত্রায় ওমেগা-৩ এর সঙ্গে কম মেধার যোগসূত্র দেখা গেছে এবং অন্যদিকে ওমেগা ৩ সাপ্লিমেন্টেশনে মেমোরি ফাংশন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

হোল গ্রেন ঃ শিশুদের সকালের নাস্তায় হোল গ্রেন (গোটা শস্য) রাখা উচিত। কার্বোহাইড্রেটে সমৃদ্ধ এই খাবার মস্তিষ্কের জ্বালানি হিসেবে গ্লুকোজ ও এনার্জির জোগান দেয়। এতে প্রচুর বি ভিটামিনও থাকে— যা নাভার্স সিস্টেমকে সুস্থ ও পুষ্ট রাখে। অনেক গবেষণায় পাওয়া গেছে, হোল গ্রেনের ব্রেকফাস্ট শর্ট-টার্ম মেমোরি ও মনোযোগ বৃদ্ধি করতে পারে। অন্যদিকে সকালের নাশতা হিসেবে পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট গ্রহণে এমন লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়নি। হোলগ্রেনে উচ্চ পরিমাণে ফাইবারও রয়েছে— যা শরীরে গ্লুকোজ সাপ্লাই নিয়ন্ত্রণ করে।

শিম ঃ শিমের বিচির মতো প্রকৃতির খাবারে উচ্চ মাত্রায় প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেল পাওয়া যায়। পিন্টো ও কিডনি বিনসে ওমেগা-৩ ফ্যাটি বেশি থাকে— যা মস্তিষ্কেরক বৃদ্ধি ও কার্যক্রমের জন্য দরকারি। শিশুদের শিম খাইয়ে স্কুলে পাঠালে ক্লাশরুমে মন বসবে। এছাড়া এসব খাবার তাদের দীর্ঘসময় সতেজ রাখবে। বিচি হচ্ছে প্রোটিন, আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও এসোশিয়ায় ফ্যাটি অ্যাসিডের চমৎকার উৎস। এসকল পুষ্টি গর্ভাবস্তায় প্রয়োজন রয়েছে। এসব খাবারে ফাইবারও রয়েছে, যা দুটি কমন প্রেগন্যান্সি ডিসকমফোর্ট -কোষ্টকাঠিন্য ও পাইলস প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে পারে।

দুধ ঃ দুধ, দই ও পনির এতটা পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার যে, শিশুর ডায়েট চোখ বন্ধ করে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দুধ জাতীয় খাবারে প্রোটিন, বি ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টি মস্তিষ্কের টিসূয, নিউরোট্রান্সমিটার ও এইজাইনের গ্রোথের জন্য প্রয়োজনীয়। এসব কিছুর মস্তিষ্কের কার্যক্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। আরেকটি উপকারিতা হচ্ছে, এসব খাবার ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ বলে এগুলো খেলে দাঁত ও হাড় মজবুত হবে তথা সুস্থ থাকবে। শিশুদের বয়স অনুসারে বিভিন্ন মাত্রায় ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হতে পারে। আপনার শিশুকে দুই থেকে তিন ধরনের ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

হৃদরোগ, মুধমেয় রক্তে উচ্চচাপ থাকলে করোনা বেশি সমস্যা

বিশ্বজুড়ে করোনা এখন মহামারীর আকার ধারণ করেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা। এই অবস্থায় কারও হৃদরোগ, মধুমেয়, রক্তে উচ্চচাপ ইত্যাদি থাকলে কেমন করে সুরক্ষিত রাখবেন নিজেদের। বিশেষজ্ঞদের মতে, হৃদযন্ত্রে অনেকগুলি কারণে করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ হতে পারে। তার মধ্যে একটা হল সরাসরি সেটি হৃদযন্ত্রকে আক্রান্ত করতে পারে। সেটা আবার ৩-৪ রকমভাবে করতে পারে। এর মধ্যে একটা হল মায়োকার্ডাইটিসের কারণে প্রদাহ। এটা প্রথমেই হৃদযন্ত্রকে আক্রান্ত করে না। ফুসফুস এবং অন্যান্য অঙ্গে সংক্রমণ হলে এমন হয়। তবে এটা খুব কম মানুষের হয়। পাশাপাশি তারা জানিয়েছেন, ওই মায়োকার্ডাইটিস থেকে হৃদযন্ত্রের পেশির প্রদাহের বিষয়টি। আর এখান থেকে কার্ডিয়াকে এরিথমিয়া হতে পারে। আর যেটা হতে পারে সেটা হল এটি হার্টকে আঘাত করতে পারে অর্থাৎ অ্যাকিউট কার্ডিয়াক ইনজুরি। তবে চিন্তার কথা হল যাদের হৃদরোগ রয়েছে অথবা মধুমেয়, মেলাইটাস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক হয়েছে, বাইপাস সার্জারি হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ আরও বেশি সমস্যা তৈরি করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে , উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, যাঁরা নিয়মিত ধূমপান করতেন, তাদের কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার সময় যে সব উপসর্গ দেখা যায়, সেগুলি দেখা যাচ্ছে। হয়তো একটু জ্বর হল বা একটু কাশি হল। সেখান থেকে নিউমোনিয়া হওয়ার কথা। তা না হয়ে তাদের বুকে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়, চাপ চাপ ভাব এল, তার ফলে মনে হতে পারে সেটা একটা হার্ট অ্যাটার্ক। তখন একটা ইসিজি করতে দেখা যায়, সেটি হার্ট অ্যাটার্কের ইসিজি'র মতো দেখতে বা কার্ডিয়াক এনজাইম ট্রপোনিন টেস্ট, সিপিকে এম বি অনেক সময় বেশি থাকে। অনেক সময় ভুলবশত হার্ট অ্যাটার্ক রোগীর মতো চিকিৎসা হতে পারে। তো সে ক্ষেত্রে হয়তো জানা যায়, সেটা হার্ট অ্যাটার্ক নয়। সেটা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ। অনেক সময় এইসব রোগীদের ক্ষেত্রে একটু জ্বর, কাশি হওয়ার পরই এমন একটা কষ্ট শুরু হয়, মনে হয় যে সেটা হার্টের অসুখ। তিনি জানান, আর একটা দিক হল, আমরা কিছু ওষুধ খাই, যেমন উচ্চ রক্তচাপের। সেগুলি নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। সেগুলি করোনা ভাইরাসকে ত্বরান্বিত করে কিনা বা উপসর্গ বাড়িয়ে তোলে কিনা, সেটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। আবার অনেকে প্রপিল্যাক্সিসের জন্য হাইড্রোক্লোরোকুইন খান, সে ব্যাপারে জানতে হবে। যে সব রোগীদের ইসিজিতে প্রাথমিকভাবে কিছু জিনিস ধরা পড়েছে, যেমন লং কিউটি সিনড্রোম আচে। এবার সেগুলি পরীক্ষা না করে যদি তাদের হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন খাওয়ার কথা বলা হয়, তারা নিজেরাই যদি হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন খেয়ে নেন, তাদের ইসিজি সম্পর্কে কোনও সমস্যার কথা না জেনে চিকিৎসা শুরু হয়ে যায়, সেটা কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। সুতরাং হৃদযন্ত্র করোনা ভাইরাস থেকে নানাভাবে আক্রান্ত হতে পারে, বিকল হতে পারে। তা একটা হতে পারে সরাসরি ভাইরাসের আক্রমণে পড়া। যদিও তাঁর সম্ভাবনা খুব কম। এটা ৩/৪ শতাংশের বেশি নয়। এছাড়া তিনি জানান, যাদের ইতিমধ্যে হার্টের কোনও অসুখ আছে। তাদের যদি করোনা ভাইরাসের অসুখ হয় বা তারা আক্রান্ত হন, তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এবং পরবর্তীকালে হৃদযন্ত্র সত্যিই যদি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেমন অ্যাকিউট কার্ডিয়াক ইনজুরি হয়, তার থেকে যদি হার্ট ফেলিওর হয়, অনেক সময় কার্ডিওজেনিক শক হতে পারে। এমন হলে সমস্যা অনেক বেশি হয়ে যায়। এটা সরাসরি মৃত্যুর কারণ হয়েও দাঁড়াতে পারে।

সন্তানের মানসিক বিকাশের জন্য যৌথ পরিবার

সন্তান প্রতিটি বাবা মায়ের কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাবা মা কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না, বরং শত দুঃখ কষ্ট পেলেও সন্তানের জন্য শুভকামনা করেন। সন্তানদের সুশিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন 'তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ করবে এবং তাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান করবে। সন্তানকে সদাচার শিক্ষা দেওয়া দান খয়রাতের চেয়েও উত্তম। তোমাদের সন্তানদের উততমরূপে জ্ঞানদান কর। কেননা তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট।' এক. সন্তান প্রতিটি বাবা মায়ের কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাবা মা কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না, বরং শত দুঃখ কষ্ট পেলেও সন্তানের জন্য শুভকামনা করেন। মহানবী সন্তানের শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ করবে এবং তাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান করবে। সন্তানকে সদাচার শিক্ষা দেওয়া দান খয়রাতের চেয়েও উত্তম। তোমাদের সন্তানদের উত্তমরূপে জ্ঞানদান কর। কেননা তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট।'

যুগের হাওয়ায় বাবা মায়েরা আজ অনেক ব্যস্ত। সন্তানের জন্য তাদের সময় এখন দুষ্প্রাপ্য । যৌথ পরিবার ভেঙে যেতে যেতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা এখন ৩ জন কিংবা ৪ জনে এসে ঠেকেছে। তদুপরি সবাই ব্যস্ত। এখনও যখন দেশের বিশিস্ট ব্যক্তিদের একান্ত আলাপচারিতা দেখি, অধিকাংশ ব্যক্তিই তাদের একান্নবর্তী পরিবারের স্মৃতিচারণ করেন। পরিপূর্ণ আনন্দ যে ঘরভর্তি মানুষের মধ্যে নিহিত, অবলীলায় সবাই স্মরণ এবং স্বীকার করেন।

দুই. আমি আমার ছেলেবেলার কথা মনে করে এখনও শান্তি পাই। মায়ের কাছে ছিলাম সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু। দাদা, দিদিমা, কাকা কাকী, মামার কেলোই কেটেছে আমার শিশুকাল। বাড়ির কাজের মানুষ আমায় কোলে নিয়েছে এমন মনে পড়ে না। দাদার কোলের মধ্যে থেকে শুনতাম বিভিন্ন রাজ্য বাদশাহ, বিখ্যাত মানুষদের গল্প। বাড়িতে সারাদিন হৈ চৈ লেগেই থাকতো। ক্লাস ওয়ান যখন ভর্তি হলাম, কাকু স্কুলে নিয়ে যেতো।

চার বছর বয়সে ক্লান ওয়ান, ভয় পাই কিনা এজন্য কাকু আমার সঙ্গে ক্লাসের মধ্যেই বসে থাকতেন। কোলে করে বাসায় নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে বাসায় এলে দাদীর খাবারের যন্ত্রণা। বেলা অবেলা নেই। আর সময় মত মায়ের আদর, স্নেহ, শাসন সবই ছিল।যখন মাধ্যমিকে উঠলাম, তখন বাবার তদারকিটা বেড়ে গেল। যদিও কাজের জন্য বাবা কিছুটা ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু রাতের খাবারের সময় তার সঙ্গে বসতে হতো। সারাদিন কতটুকু পড়া করেছি, বিকেলে কাদের সঙ্গে খেলেছি, দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম, কিনা ইত্যাদি কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছিল আমার প্রতিদিনের কাজের অংশ। যৌথ পরিবারের কারণে আমার সামান্য অন্যায় করার সুযোগ ছিল না। ঘরে আমার অনেক অনেক অভিভাবক। এখনও বাবু প্রতিরাতে আমাদের নিয়ে খেতে বসেন। পরিবারের সব সমস্যার সমাধান খাবার টেবিলেই হয়ে যায়। তিন. রবীন্দ্রনাথের ছুটি গল্পের ভাষায়, 'তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলের মতো পৃথিবতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গ সুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা।' গল্পটির আরেক জায়গায় বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়। বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা নিয়ে লেখা এই গল্পটি শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উপযোগী ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যবই থেকে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'ছুটি' গল্পটি বাদ দেওয়া হয়েছে। আমি এখনও মনে করতে পারি, আমাদের স্কুলের বাংলা ক্লাসের দিনগুলো। বাংলা স্যার যখন প্রথম 'ছুটি' গল্পটি পড়ে শুনিয়েছিলেন, আমাদের ক্লাসের অনেক ছেলে ফটিকের কষ্টের জন্য কেঁদে ফেলেছিল। সেদিন অনেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কখনো স্কুল পালাবো না। মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। অনেকের মনে একটা ভয়ও তৈরি হয়েছিল। কারণ মন দিয়ে লেখাপড়া না করলে যদি দূরের কোনো আবাসিক স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়? এজন্যই আত্মোপলব্দি সবচেয়ে কার্যকরী ওযুধ। অথচ আমরা বুঝে কিংবা না বুঝে আত্মোপলব্ধির সেই সুযোগও বন্ধ করে দিচ্ছি। যৌথ পরিবারেরড় ইতিবাচক দিক এখন সন্তানরা বোঝে না। আত্মীয় স্বজন দেখলে বিরক্ত হয়। ফলে মনের প্রসারতা ও উদারতা তৈরি হয় না। অথচ যৌথ পরিবারে সন্তানরা খুব খারাপ সময়গুলোও সম্মিলিতভাবে আনন্দের সঙ্গে পার করতে পারে। বাবা মা'র আত্মোপলব্ধি নষ্ট হয়েছে অনেক আগেই, এখন সন্তানের পালা। চার. আজকের বাবা মায়েরা চাকরি, ব্যবসা, পার্টি নিয়ে অনেক অনেক ব্যস্ত। অর্থ বিত্ত আর ক্যারিয়ার নামক আজব নেশায় তাদের পেয়ে বসেছে। সন্তান সঠিকভাবে মানুষ করাও যে ক্যারিয়ারেরঅংশ সেটা তাদের বুঝাবে কে? শুধু দামি দামি জামা কাপড়, গাড়ি করে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে সন্তানের সব প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় না। প্রয়োজন স্নেহ, ভালোবাসা, শাসন। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এপিজে আব্দুল কালামের মতে , 'যদি একটি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত এবং সুন্দরমনের মানুষের জাতি হতে হয়, তাহলে অমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এক্ষেত্রে তিনজন সামাজিক সদস্য পার্থক্য এনে দিতে পারে। তারা হলেন বাবা, মা এবং শিক্ষক।' বর্তমানে অনেক বাবা মা আত্মীয় স্বজন থেকে আলাদা থাকার মাধ্যমে নিজেদের গুরুত্ব বাড়িয়ে চলেছেন। কতটা বোমা চিন্তা ভাবনা। আধুনিকতা মানেই নিসঙ্গতা নয়। একা একা যদি বসবাস করতে চান, তবে রবিনসনের মতো নির্জন দ্বীপে বসবাস করেন। সেই নিয়ামত সঠিকভাবে পরিচর্চা করুন। আজ আপনি অবচেতনভাবে যেভাবে সন্তানদের অবহেলা করছেন, সন্তানও ভবিষ্যতে তাই করবে। অনেকেই সন্তান মানুষ করতে হিমশিম খাচ্ছেন। ঠিক মতো সময় দিতে পারেন না। তদের জন্য বলছি,যৌথ পরিবার বজায় রাখেন। আপনার সন্তান কখনও নিজেকে একা মত্রেন করবে না। সন্তানের অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখা, মাত্রাতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহার, সঙ্গদোষ এড়ানো, অপরিকল্পিত মোবাইল ফোনের ব্যবহার কবন্ধ করতে চাইলে, সব চিকিৎসা বাদ দিয়ে যৌথ পরিবার প্রথায় ফিরে আসুন। সন্তানের মানসিক বিকাশে সহায়তা করুন।

জন্ম নিয়ন্ত্রণে ইঞ্জেকশন মারাত্মক বিপদের সম্ভাবনা

ওরাল কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল অথবা কন্ডোম ব্যবহার করছেন না? তার বদলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য বেছে নিচ্ছেন ইঞ্জেকশন? উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে বিপদ আছে, এমনটাই বলছে সাম্প্রতিক গবেষণা।কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় বলা হচ্ছে, বাজার চলতি জন্ম নিয়ন্ত্রণের ইঞ্জেকশন এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় ৪০ শতাংশ বাড়িয়ে দিতে পারে। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে এন্ড্রোক্রিন রিভিউস জার্নালে। গবেষকদের দাবি, ডেপট মেড্রোজইপোজেস্টবন

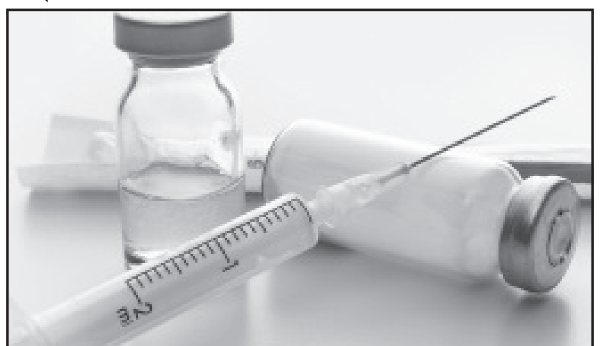

অ্যাসিটেট ব ডিএম পিএ-এর মতো জন্ম নিয়ন্ত্রণের ইঞ্জেকশন দেহে প্রোজেস্টিন হরমোন বাড়িয়ে দেয়। এতে ওভারি থেকে ডিম্বাণু ক্ষরণে বাধা সৃস্টি হয়। পাশাপাশি, সারভিক্সে মিউকাস বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে শুক্রাণুডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে পারেনা। এছাড়াও এর আরও মারাত্মক ক্ষতিকারক দিকও রয়েছে।জন্মনিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত একটি ওযুধ হল এমপিএ। এটি মানব দেহে স্ট্রেস হরমোন কর্টিজলের মতো কাজ করে। এর ফলেকোষ খুব সহজেই এইচআইভি আক্রান্ত হতে পারে। ২০১৬ সালে দুনিয়ার এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৬.৭ মিলিয়ন। ২০১৫ সালে ভারত, ডিএমপিএ-র মতো ইঞ্জেকশন ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে দেয়। শুধু তাইনয়, জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা মিশনও ওই ইঞ্জেকশন বিনা খরচে দেওয়া শুরু করে। ফলে ভারতের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ছাড়পত্র পাওয়া এমন ওযুধ নিয়ে আশঙ্কা বেড়েছে কয়েক গুণ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস: অতিমারির সময়ে কী ভাবে সুস্থ রাখা যাবে নিজেকে

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। প্রতি বছর এই দিনটি পালন করা হয়ে বিভিন্ন দেশে। তবে অতিমারির সময়ে দিনটির গুরুত্ব আরও বেশি। অতিমারিতে শরীর খারাপ হচ্ছে যত বেশি মানুষের, মানসিক অবস্থাতেও পড়ছে তার প্রভাব। শুধু যে অসুস্থ হচ্ছে, তার মনের উপরেই নয়, চাপ পড়ছে আশপাশের মানুষের মনেও। সংক্রমণের হার বাড়তে শুরু করায় বেড়েছে ভয়। তার উপরে সামাজিক মেলামেশায় নিয়ন্ত্রণও প্রভাব ফেলছে মনে। এমন সময়ে নিজের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সুস্থ, সুরক্ষিত থাকা যাবে কী ভাবে? তার জন্য রইল ৪টি পরামর্শ। কাজ করতেই হবে সংক্রমণের ভয়ে কাজ বন্ধ করে বসে থাকলে চলবে না। সুরক্ষা-বিধি মেনে কী ভাব কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা করে ফেলা দরকার। মন কাজে ব্যস্ত হলে ভয় নিয়ন্ত্রণে থাকবে। বাড়ি থেকে যদি সব কাজ না করা যায়, তা নিয়েও ভাবতে হবে। যতটা সম্ভব

ভিড় এড়িয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার ভাবনা ভাবা যাক। শরীরচর্চা বাড়িতে থাকছেন মানেই সোফায় বসে দিন কাটবে, এমন নয়। বাইরে কোথাও না গিয়েও ব্যায়ামের অভ্যাস বজায় রাখা যায়। সাধারণ কিছু ব্যায়াম বা আসন বাড়ির ভিতরেই করা যায়। একটানা সময় না হলে ভাগ ভাগ করে শরীরচর্চা হতে পারে। কিছুটা সকালে, খানিকটা সন্ধ্যায়। কিছুটা আবার রাতে শোয়ার আগে। প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেই হবে। খাওয়াদাওয়ায় নজর দেওয়া যাক। শাক-সব্জি, ফল নিয়ম করে খেতে হবে রোজ। প্রতি বাড়িতেই কি নিজস্ব টোটকা থাকে। যেমন প্রতিদিন সকালে উঠে কাঁচা হলুদ খাওয়া। এমন কিছু নিয়ম পালন করলেও ক্ষতি নেই। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যত বাড়বে, সংক্রমণ ততটাই দূরে রাখা যাবে। যোগাযোগ রাখুন মানসিক স্বাস্থ্য কম জরুরি নয়। চারদিকে ভয়ের পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করতে মন শক্ত রাখা দরকার।

চৈত্রের সেল! বাজারে কেনাকাটার ধুম। ছবি ঃ নিজস্ব

বাংলাদেশে মাস্ক না পরলে সর্বাধিক এক লাখ জরিমানা হতে পারে, কঠোর পথে হাঁটল প্রশাসন

ঢাকা, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ক্রমাগত উধ্বমুখী বাংলাদেশে। কিন্তু করোনা বিধি মানছেন না আমজনতা। তাই এবার সংক্রমণ ঠেকাতে কঠোর পথেই হাঁটল প্রশাসন। মাস্ক না পরলে সর্বাধিক এক লাখ জরিমানা হতে পারে বলে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। সরকারি নির্দেশ অমান্য করলে আইন লঙ্ঘনকারীকে ২০১৮ সালের 'সংক্রামক রোগ আইন'-এর মুখোমুখি হতে হবে বলে জানানো হয়েছে।

দেশে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বেলাগাম হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ইতিমধ্যেই সোমবার থেকে দেশজুড়ে সাতদিনের লকডাউন জারি হয়েছে।

সেইসঙ্গে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করেছিল সরকার। শুধু তাই নয় অকারণে রাস্তায় ঘোরাঘুরি না করারও অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু লকডাউনের প্রথম দিনেই কার্যত সরকারি নির্দেশ লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। ফলে কঠোর পথে হেঁটে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন শহরে বিশেষ অভিযানে নেমেছে পুলিশ ও র‍্যাব। গোটা দেশেই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে সরকারি আদেশ অমান্যকারীদের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

চতুর্থ দফার নির্বাচনের দিনে জোড়া জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী শনিবার ১০ এপ্রিল রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের চতুর্থ দফার ভোট গ্রহণ হবে। ওই দিন রাজ্যে।

বুধবার বিজেপি সূত্রে জানানো হয়েছে, ১৭ এপ্রিল পঞ্চম দফা ভোটের আগে ১২ এপ্রিল ফের রাজ্যে আসবেন প্রধানমন্ত্রী। ওই দিনও তিনি জোড়া জনসভা করবেন বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে।

গত ৭ মার্চ ছিল ব্রিগেডে বিজেপি-র সমাবেশ ছিল। সেই সমাবেশ দিয়েই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটপ্রচার শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক জনসভা করেছেন তিনি। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দফার ভোটের দিনও মোদী সভা করেছেন। আগামী ১০ এপ্রিল চতুর্থ দফার ভোটের দিন শিলিগুড়ি এবং কল্যাণীতে তাঁর জনসভা করার কথা। বিজেপি সূত্রে জানানো হয়েছে, ১২ এপ্রিল মোদী ফের আসবেন। ওইদিন পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসতে সভা করার কথা মোদীর।

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অসম, তামিলনাড়ু, কেরল ও পুদুচেরিতে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। সেই মতো পশ্চিমবঙ্গ বাদে বাকি সব জায়গাতেই মঙ্গলবার ভোটপর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। এ রাজ্যে নীলবাড়ির লড়াইয়ের এখনও পাঁচ দফার ভোট বাকি। তার আগে প্রচারে কোনও রকম ফাঁক রাখতে চাইছে না বিজেপি।

৯ এপ্রিল পর্যন্ত এনআইএ হেফাজতে সচিন ওয়াজে, জেরা করতে পারবে সিবিআই

মুম্বই, ৭ এপ্রিল (হি.স.): আগামী ৯ এপ্রিল পর্যন্ত এনআইএ হেফাজতে থাকতে হবে মুম্বই পুলিশের সাসপেন্ডেড অফিসার সচিন ওয়াজেকে।

বুধবার বিশেষ এনআইএ আদালত সচিন ওয়াজেকে আগামী ৯ এপ্রিল পর্যন্ত এনআইএ হেফাজতে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি এনআইএ হেফাজতে থাকাকালীন সচিন ওয়াজেকে জেরা করতে পারবে সিবিআই, এই অনুমতিও দিয়েছে বিশেষ এনআইএ আদালত। এজন্য জিজ্ঞাসাবাদের সময় নিয়ে সিবিআইকে এনআইএ-র সঙ্গে সমন্বয়ের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

বুধবার মুম্বইয়ে এনআইএ-র বিশেষ আদালতে তোলা হয় সচিন ওয়াজেকে। সচিনকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় এনআইএ। সেই আবেদন মঞ্জুর করে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত মুম্বই পুলিশের সাসপেন্ডেড অফিসার সচিন ওয়াজেকে এনআইএ হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পাশাপাশি আদালত জানিয়েছে, এনআইএ হেফাজতে থাকাকালীন সচিনকে জেরা করতে পারবে সিবিআই।

পাপিয়া অধিকারীকে নিগ্রহ নিয়ে কমিশনকে বিজেপি-র স্মারকলিপি

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : পাপিয়া অধিকারীর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নিয়ে বুধবার ফের নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি।

মঙ্গলবার তৃতীয় দফার ভোটে উলুবেড়িয়ায় আক্রান্ত দলীয় কর্মীদের হাসপাতালে দেখতে গিয়ে আক্রান্ত হন পাপিয়া অধিকারী। তাঁকে চড়-ঘুষি মারা হয়। অভিনেত্রী তথা বিজেপি নেত্রীর অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। ''তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা'' একাজ করেছে বলে কমিশনে লিখিত অভিযোগ জানান পাপিয়া। ঘটনার পরে তাঁর খোঁজ নিতে পাপিয়া অধিকারীকে ফোন করেন কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। ঘটনায় দু''জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

বুধবার বিষয়টি নিয়ে বিজেপি-র তরফে লিখিত অভিযোগ করা হয়। তাতে লেখা হয়েছে, অভিযুক্ত তৃণমূল গুন্ডাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে। এ ব্যাপারে পুলিশের কাছে রিপোর্ট চাওয়ার দাবিয়কমিশনের কাছে রেখেছে বিজেপি। সেই সঙ্গে, বিজেপি-র প্রার্থীদের ওপর তৃণমূল গুন্ডারা যাতে আক্রমণ না করে, সেই নিশ্চয়তাও চাওয়া হয়েছে কমিশনের কাছে।

অভিযোগ, মঙ্গলবার উলুবেড়িয়া হাসপাতালের সামনে প্রবল হামলার মুখে পড়েন বিজেপির প্রার্থী পাপিয়া অধিকারী। ভিডিও ক্যামেরার ফুটেজে দেখা গিয়েছে এক দুষ্কৃতী তাঁকে এসে গালে থাপ্পড় মারে। একই সঙ্গে চলে ঘুঁষি। মুহূর্তে ছিটকে যান বিজেপির এই প্রার্থী। ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যায় হাসপাতালের সামনে।

ঘটনার পর পরই পাপিয়া বলেন, তিনি এই গোটা বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবেন। তিনি বলেন , ২০২১ এ দাঁড়িয়ে এমন ঘটনা ঘটবে তিনি ভাবতেও পারেননি।

এই নিয়ে বাংলার বুকে মহিলাদের সম্মান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন পাপিয়া। এরপরেই এই কাণ্ড নিয়ে কমিশনে নালিশ জানায় বিজেপি নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, কৈলাশ বিজয়বর্গীয়ের তরফেও ফোন করে জানানো হয় কমিশনে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সিআরপিএফ ঘেরাও উস্কানির জের, মমতার কড়া সমালোচনা সুজন-জয়প্রকাশের

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : 'সিআরপিএফ ঘেরাও' করা নিয়ে জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিতর্কিত উস্কানির কড়া সমালোচনা করলেন সিপিএমের পরিষদীয় প্রধান সুজন চক্রবর্তী ও বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। ইতিমধ্যে

মমতার বিরুদ্ধে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনে।

নির্বাচনী প্রচারের জন্য বুধবার দুপুর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহার উত্তর বিধানসভা এলাকায় সভা করেন তৃণমূলনেত্রী। সেখান থেকেই তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা অশান্তি করছেন। বহু গ্রামে ঢুকে মহিলাদের ভোট দিতে বাধা দিচ্ছেন।

এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে কী করবেন সাধারণ মানুষ, এদিনের সভা থেকে তাও বাতলে দেন মমতা। বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা অশান্তি করতে এলে একদল ওদের ঘিরে ফেলুন। আরেক দল ভোট দিতে যান। কারা এই কাজ করছে, তাদের নাম লিখে রাখুন।" শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী নয়, রাজ্য পুলিশের একাংশও বিজেপির সঙ্গে 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং' করেছে বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল নেত্রী।

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে এসব কথা বলছেন তাতে একটা প্ররোচনার প্রতিফল ঘটছে। এটা ঠিক হচ্ছে বলে মনে করি না। এদিন বলেছেন মহিলারা সিআরপিএফকে ঘিরে রাখুন। গতকাল বলেছিলেন, ঝগরাটে মহিলারা যারা দলে রয়েছেন তাদের বুথে বসান যাতে তাঁরা বুথে ক্যাচাল করতে পারেন। এসব রাজনীতিতে সদার্থক নয়। একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মমতা কেন তৈরি করতে চাইছেন তা জানি না। তৃণমূল কি জবরদস্তি ভোট করাতে চাইছেন? সিআরপিএফ যেমন বাধা দেবে সেটা কাম্য নয়। মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এসব মানায় না।

সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলনেত্রীর এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক থাকে না। ওঁরা দেশের জন্য পরিবার-পরিজন ছেড়ে মানুষের স্বার্থে কাজ করে চলেছেন। আর সেই জওয়ানদের এভাবে আক্রমণ করা অন্যায়।"

বিজেপি নেতার কথায়, "এমন আচরণ আজ পর্যন্ত কেউ করেননি।" এবিষয়ে এখনও তৃণমূলের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

একেবারে তালিবানদের মতো অবস্থা : প্রতিক্রিয়া দিলীপ ঘোষের

শীতলকুচি, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : "রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নেই। এই অবস্থায় সাধারণ ভোটাররাও ভোট দিতে পারবেন না।" তাঁর কনভয়ের ওপর আক্রমণের পর ফেসবুক লাইভে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এই অভিযোগ করেন। বলেন, "একেবারে তালিবানদের মতো অবস্থা"।

কোচবিহারের শীতলকুচিতে সভা সেরে ফেরার আগে দিলীপের কনভয় লক্ষ্য করে বোমাবাজি হয়। বিজেপির রাজ্য সভাপতির দাবি, যে মাঠে তাঁর সভা হয়েছিল, সভা শেষে সেখানেই আগ্নেয়াস্ত্র-সহ তৃণমূল আশ্রিত কিছু দুষ্কৃতী তাঁর উপর হামলা চালায়। তাঁর কনভয় লক্ষ্য করে বোমাবাজি করা হয়। তাঁর গাড়িতেও দুটি বোমা পড়েছে। শুধু তাই নয়, আধলা ইট মেরে তাঁর গাড়ির কাঁচ ভাঙা হয়েছে। তাঁর নিজের গায়ে ইটের আঘাত লেগেছে।

কনভয়ের অন্য গাড়িতেও বোমা পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িগুলির ছবি তৎক্ষণাৎ দলের মিডিয়া গ্রুপে দেওয়া হয়।

দিলীপবাবু বলেন, কোচবিহারে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। আজকে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন আমাকে হতে হল, সেটা আমার কাছে অভিনব। গত পাঁচ বছরে বিভিন্নভাবে আক্রমণ হয়েছে। কমিশনের অনুমতি নিয়ে করা সভা চলাকালীন আক্রমণ আমার রাজনৈতিক কেরিয়ারে এর আগে হয়নি। সভার পরে বোমা, বন্দুক নিয়ে আক্রমণ হয়েছে। এটা একেবারে তালিবানদের মতো অবস্থা। মানুষের জীবনের কোনও সুরক্ষা নেই। আজ রাত থেকে যদি নির্বাচন কমিশন এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে কোচবিহারে নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হবে না। রীতিমতো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে সভা করতে হয়েছে। আমার আশ্চর্য লাগল, সভা চলাকালীন কীভাবে আক্রমণ হল। এটা আমার রাজনৈতিক জীবনে চরম অভিজ্ঞতা।"

বস্তুত বিজেপির রাজ্য সভাপতির উপর আক্রমণের ঘটনা নতুন নয়। এর আগেও দার্জিলিং, খড়গপুর-সহ একাধিক জায়গায় দিলীপের কনভয়ে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। তবে, বুধবারের শীতলকুচির ঘটনা তাঁর জীবনের চরমতম অভিজ্ঞতা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মোদীর সভাস্থলের অনুমতির দাবিতে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে ঘেরাও

নদিয়া, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : আগামী ১০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রস্তাবিত সভাস্থলকে ঘিরে জটিলতা তৈরি হয়েছে নদিয়ার কল্যাণীতে। বুধবার সভাস্থলের অনুমতির দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে ঘেরাও করে বিজেপি-র একদল কর্মী-সমর্থক বিক্ষোভ দেখান ।কল্যাণীতে সভা করতে আসার কথা প্রধানমন্ত্রীর। বিজেপি-র দাবি, মোদীর সভাস্থল ঠিক করার জন্য জেলা নেতৃত্ব কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের একটা পরিত্যক্ত জায়গা বেছে নেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সেখানে সভা করার অনুমতিও চাওয়া হয়। অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাতে অনুমতি দিতে চাননি। এতে বিজেপি সমর্থকরা ক্ষুব্ধ হন ।বিজেপি-র দাবি, নরেন্দ্র মোদীর কল্যাণীর সভা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিতে চাইছেন না। তাই দলের নেতা কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করেন। রেজিস্ট্রার উৎপল ভট্টাচার্য বলেন, বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বৈঠক করবেন। তারপরই ঠিক হবে জনসভা করার অনুমতি দেওয়া হবে কি না। ফলে মোদীর সভাস্থল নিয়ে আপাতত জটিলতা রয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে অনুমতি মিলবে কি না তার অপেক্ষায় জেলা বিজেপি। তবে তাঁরা বিষয়টি নিয়ে আশাবাদী ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শীতলকুচির জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতলকুচি, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : কোচবিহারের ৯টি আসনে তৃণমূল জয় লাভ করলে ওই জেলার বাসিন্দাদের সমস্ত দাবি পূরণ করা হবে। বুধবার শীতলকুচির জনসভায় এই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রকে আক্রমণের পাশাপাশি এদিনের সভা থেকে রাজ্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরেন তিনি হরেক প্রতিশ্রুতি দেন। এদিনের সভায় বিজেপিকে মিথ্যেবাদী বলে কটাক্ষ করেন মমতা। সাংসদ হয়ে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় নিশীথ প্রামাণিককে তোপ দাগলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। নাম না করে নিশীথকে তুলোধোনা করলেন তিনি। বলেন, ''এখানকার একজন মিথ্যে স্বপ্ন দেখিয়ে সাংসদ হয়েছিলেন। এবার তিনি বিধানসভা ভোটে লড়ছেন। পরাজয় নিশ্চিত। পরবর্তীতে পঞ্চায়েত ভোটেও লড়বেন। কিন্তু জয় আর আসবে না।

সারদাকাণ্ডে ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন পুলিশের প্রাক্তন ডিজি রজত মজুমদার

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : সারদাকাণ্ডে এবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের দফতরে হাজিরা দিলেন রাজ্যের আর্মড পুলিশের প্রাক্তন ডিজি রজত মজুমদার। সারদার নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন এই রজত মজুমদার। জামিনের শর্তানুসারে রুটিন হাজিরা দিতেই বুধবার রজত মজুমদারের সিজিও কমপ্লেক্সে আসা বলে জানা গিয়েছে। ২০১৪ সালে সিবিআই তাঁকে গ্রেফতারও করেছিল।

২০১০ সালে সারদা-কর্তা সুদীপ্ত সেন ও শান্তনু ঘোষের কাছ থেকে একটি সংবাদের চ্যানেলও তিনি কিনে নেন। সূত্রের খবর, সেই চ্যালেনের আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরোটের তদন্তকারী আধিকারিকরা।

প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালের ব্যাচের এই আইপিএস অফিসার পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ছিলেন। ২০০৮ সালে আর্মড পুলিশের ডিজি পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে সারদা গোষ্ঠীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করা শুরু করেন। বহু কোটি টাকার ভুয়ো অর্থলগ্নি সংস্থার কেলেঙ্কারিতে ষড়যন্ত্র, প্রতারণা এবং তহবিল তছরুপের অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার হতে হয়েছিল ২০১৪ সালে। যদিও তিনি জামিন পেয়ে যান। দীর্ঘ শুনানির শেষে শর্তসাপেক্ষে সারদা-কাণ্ডে ধৃত তৃণমূল ঘনিষ্ঠ রজত মজুমদারের জামিন মঞ্জুর করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রায় ১ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মঞ্জুর করে আদালত। একই সঙ্গে আদালতের শর্ত, অনুমতি ছাড়া কলকাতা ছাড়তে পারবেন না রজত মজুমদার। জমা রাখতে হবে পাসপোর্ট। পাশাপাশি, বিধাননগর পুলিশের কাছে সপ্তাহে একদিন হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ মেনেই সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিলেন রজত মজুমদার। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

সিঙ্গুর নিয়ে মমতাকে অমিতের তির, সাফাই সুব্রতর

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুরে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু তিনি ক্ষমতায় আসার পর ১০ বছরে সেখানে কোনও উন্নয়ন করেননি বলে বুধবার অভিযোগ করলেন অমিত শাহ।

সিঙ্গুরে জমি আন্দোলনে মমতার 'সেনাপতি' তথা বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবার সেখানে দল বদলে বিজেপি-র প্রার্থী। তাঁর হয়ে পথসভা করতে এসে অমিতবাবু ওই মন্তব্য করেন। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে টাটাদের ন্যানো গাড়ির কারখানা গুজরাতের সানন্দ থেকে সিঙ্গুরে ফিরবে কি না জানতে চাওয়া হলে অমিতবাবু বলেন, "এটা কিছুটা সঙ্কীর্ণ ভাবনা। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক কিছুই আসবে।" সেই সঙ্গেই তাঁর 'আক্ষেপ', "এখানে শুধু ন্যানোরই প্রচার হয়।"

সিঙ্গুর-সহ গোটা রাজ্যে শিল্পায়ন না হওয়া নিয়ে অমিতবাবুর অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, "ভারী শিল্প গড়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের প্রয়োজন। শিল্পায়নের জন্য কেন্দ্রের তরফে পশ্চিমবঙ্গ কোনও সাহায্য পায়নি।"

২০০৬ সালে সিঙ্গুরে টাটা গোষ্ঠীর ন্যানো গাড়ির কারখানা গড়ার জন্য সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের কথা ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মমতার আন্দোলনের জেরে ২০০৮-এর অক্টোবরে সিঙ্গুর থেকে ন্যানো প্রকল্প সরিয়ে নিয়েছিল টাটা গোষ্ঠী। আমেদাবাদ থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে সানন্দে তৈরি হয় ন্যানো গাড়ির কারখানা। বস্তুত, গুজরাতের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত উদ্যোগেই সে রাজ্যে গিয়েছিল ন্যানো। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সভায় মাইক বিভ্রাট, নেত্রীর সন্দেহ প্রকাশ 'নেপথ্যে বিজেপি যোগ নেই তো!'

শীতলকুচি, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : বারবার মাইক বিভ্রাটের জেরে কোচবিহারের শীতলকুচির সভায় মেজাজ হারালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্দেহ প্রকাশ করেন, এর নেপথ্যে বিজেপি যোগ নেই তো!

শীতলকুচিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তব্য রাখার মধ্যেই বেশ কয়েকবার মাইক বিভ্রাট হয়। আচমকাই বন্ধ হয়ে যায় মাইক। তড়িঘড়ি সমস্যা সমাধানের চেষ্টাও করেন অপারেটর। তিনবার এই ঘটনা ঘটায় মেজাজ হারান মমতা ।অপারেটরকে উদ্দেশ করে প্রশ্ন করেন, "মাইকে সমস্যা করে দিতে বিজেপি বলে দেয়নি তো ? কত টাকা দিয়েছে?" এরপরই তিনি বলেন, "এসব করে আমার মিটিং নষ্ট করানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না। আমার গলার জোর রয়েছে। আমি প্রয়োজনে খালি গলায় মিটিং করতে পারি।" এরপরই যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "অপারেটরের কোনও দোষ নেই। ভুল-ভ্রান্তি হতেই পারে।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কাজাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী তিনদিনের সফরে ভারতে

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : কাজাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লেফটেনেন্ট জেনারেল নুরলান ইয়ার মকায়াভ বুধবার তিনদিনের সফরে ভারতে আসবেন। তিনি এখানে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে আগামী ৯ এপ্রিল দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। কাজাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হিসেবে তিনি পুনর্বহাল হওয়ার পর এটা তাঁর প্রথম ভারত সফর।

কাজাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী আজ বুধবার যোধপুরে আসার কর্মসূচি রয়েছে। এরপর তিনি জয়সলমীর, নয়াদিল্লি এবং আগ্রার সফরে যাবেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রতিরক্ষা বিষয়ক বৈঠকেও বসবেন বলে জানা গিয়েছে। লেফটেনেন্ট মকায়াভ আগামী ৯ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। এর আগে দুই মন্ত্রীর শেষবারের দেখা হয়েছিল গত বছর ৫ সেপ্টেম্বর, সাংহাইয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের বৈঠকে। ওই সময় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি ভারত সফরে আসছেন।

দিলীপ ঘোষের গাড়িতে হামলা, বিশদ রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল দিল্লি

শীতলকুচি, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : বুধবার রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষের গাড়ি লক্ষ্য করে বেপরোয়াভাবে ইট, বোমা ছোঁড়া হল। এই ঘটনায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

কোচবিহারের শীতলকুচি থেকে ফেরার পথে দিলীপ ঘোষের কনভয় লক্ষ্য করে ইট ও বোমা মারার অভিযোগ করলেন সাংসদ। তাঁর দাবি আজ সকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সভাস্থলে গিয়েছিলেন সেখান থেকে ফেরার পথে তৃণমূল কর্মীরা দিলীপবাবুর গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ও বোমা মারে। ইটের আঘাতে দিলীপবাবুর গাড়ির কাঁচ ভেঙে গিয়েছে। এছাড়াও কনভয়ে থাকা একাধিক গাড়ির কাঁচ ভেঙেছে বলে দাবি করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

তিনি তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে আঙুল তুলেছেন। বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন দিলীপ বাবু। উল্লেখ্য, এর আগেও একাধিকবার প্রচারে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন দিলীপবাবু। ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্ট ইতিমধ্যে দিল্লিতে জানানো হয়েছে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কমিশনের কাছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দিনহাটায় বিজেপি-র প্রচারে হামলা, সিতাইয়ের প্রার্থীর গাড়ি চুরমার

সিতাই, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : আগামী ১০ এপ্রিল নেওয়া হবে চতুর্থ দফার ভোট। তার আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের সিতাই। সেখানে হামলা হল খোদ বিজেপি প্রার্থীর গাড়িতে। এনিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এলাকা ।বুধবার সকালে প্রচারে বের হলে বিজেপি প্রার্থী দীপক রায়ের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। হামলার চোটে তাঁর গাড়ির পেছনের কাঁচ ভেঙে যায়। অভিযোগের তির শাসক দলের দিকে। তবে শাসক দলের পক্ষ থেকে ওই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দিনহাটার গিতালদহে এদিন প্রচার করতে আসেন দীপক রায়। অভিযোগ, দুপুর আড়াইটে নাগাদ হরিরহাট এলাকায় তৃণমূলের লোকজন তাঁর গাড়ি ঘিরে পাথর, বোমা ছোড়ে। বিজেপি প্রার্থী সহ মোট ৩টি গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। এলাকায় এসেছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

তৃণমূল প্রার্থী অসিত মজুমদারের সমর্থনে চুঁচুড়ায় রোড শো জয়া বচ্চনের

চুড়া, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : হুগলির চুঁচুড়া বিধানসভাকেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অসিত মজুমদারের সমর্থনে রোড শো করলেন জয়া বচ্চন। বুধবার ফুল আর নীল-সাদা বেলুন দিয়ে সাজানো সুসজ্জিত হুডখোলা গাড়িতে তৃণমূল প্রার্থী অসিত মজুমদারকে পাশে নিয়েই রোড শো করলেন তিনি। এদিন হুগলির সাহাগঞ্জ থেকে শুরু হয়ে বাঁশবেড়িয়া রোড ধরে ব্যান্ডেল চার্চ, চকবাজার, পিপুলপাতি, চুঁচুড়া হয়ে তালডাঙা পর্যন্ত চলে এই রোড শো। অংশ নেন স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। এদিন জয়া বচ্চনকে দেখতে রাস্তায় নামে মানুষের ঢল। প্রসঙ্গত, তৃতীয় দফার নির্বাচনের ঠিক আগেই রবিবার সন্ধ্যায় কলকাতায় এসেছেন সমাজবাদী পার্টির নেত্রী রাজ্যসভার সাংসদ ও বিশিষ্ট বলিউড অভিনেত্রী জয়া বচ্চন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বুধবার থেকে আগরতলা শিশু উদ্যানে শুরু হয়েছে চৈত্র রিডাকশন সেল। কিন্তু ক্রেতার দেখা নেই। ছবি নিজস্ব।

করোনা জয় করে ক্যাম্পে ফিরলেন দেবদত্ত পারিক্কল

বেঙ্গালুরু, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : এবার স্বস্তির খবর এল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর শিবিরে। করোনা জয় করে ক্যাম্পে ফিরলেন দেবদত্ত পারিক্কল। তিন দিন আগেই দেবদত্তের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। কিন্তু দেবদত্ত এখন করোনা জয়ী। আরসিবি-র পক্ষ বুধবার এক বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান দেবদূত পারিক্কলের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। বিসিসিআই-র নিয়ম মেনেই আজ ৭ এপ্রিল দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তিনি। ওঁর শরীরের অবস্থা এখন ভাল। আরসিবি-র মেডিক্যাল টিম ওর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে।'

২০ বছরের দেবদত্ত গত মরসুমে আরসিবি-র সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ছিলেন। ১৫ ম্যাচে তাঁর ব্যাট থেকে এসেছিল ৪৭৩ রান। বিজয় হাজার ট্রফিতে আগুনে ফর্মে ছিলেন পারিক্কল। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান এসেছিল তাঁর ব্যাটই। ৭ ম্যাচে ১৪৭.৪০-এর গড়ে পাড্ডিকল করেছিলেন ৭৩৭ রান।

একদিকে দেবদত্তের সুস্থতার খবর যেমন বিরাটদের কাছে স্বস্তির তেমনই অস্বস্তি বাড়িয়েছে ড্যানিয়েল সামসের খবর। দেবদত্তের পর এবার দলের অজি অলরাউন্ডার ড্যানিয়েল সামস করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আরসিবি-র পক্ষ থেকে ট্যুইটারে এক বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, "ড্যানিয়েল সামস গত ৩ এপ্রিল চেন্নাইয়ের হোটেলে চেক-ইন করেছিলেন নেগেটিভ কোভিড রিপোর্ট নিয়েই। কিন্তু ৭ এপ্রিল ওঁর দ্বিতীয় করোনা রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। স্যামের এই মুহূর্তে কোনও উপসর্গ নেই। মেডিক্যাল পরিষেবা দিয়েই তাঁকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে।'

শিশির অধিকারীকে রাজ্যপাল করার ভাবনা কেন্দ্রের

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : প্রবীণ রাজনীতিক তথা সাংসদ শিশির অধিকারীকে 'সম্মানজনক পুনর্বাসন' দিতে চায় বিজেপি। কোনও রাজ্যে তাঁকে রাজ্যপাল করার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে এই খবর মিলেছে।

শিশিরবাবুর বয়স ৮০ পেরিয়েছে। কিন্তু শারীরিক ভাবে তিনি এখনও যথেষ্ট শক্তসমর্থ। পাশাপাশিই, রাজনৈতিক ভাবেও তিনি সক্রিয়। মেজো পুত্র শুভেন্দু বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তৃণমূলের সঙ্গে শিশিরের দূরত্ব বাড়ছিল। কিছুদিন আগেই কাঁথিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভায় গিয়ে সেই দূরত্ব অনতিক্রমও করে ফেলেছেন শিশির। অর্থাৎ, তৃণমূলের সঙ্গে তাঁর সংশ্রব পাকাপাকি ভাবে ছিন্ন হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শিশির সাংসদ রয়েছেন বটে। কিন্তু রাজ্যে বিধানসভা ভোট মিটলে তৃণমূল তাঁর সাংসদপদ খারিজের জন্য লোকসভার স্পিকারের কাছে আবেদন জানাবে এমন আলোচনাও শুরু হয়েছে।

শিশিরবাবুকে যদি শেষপর্যন্ত রাজ্যপাল করা হয়, তা হলে তাঁকে কাঁথির সাংসদের পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি রাজনৈতিক মহলে ঘুরপাক খেতে শুরু করবে কাঁথি আসনে যে উপনির্বাচন হবে, তাতে বিজেপি-র হয়ে কে দাঁড়াবেন। এই প্রশ্নের জবাবে বিজেপি-র নেতারা আনুষ্ঠানিক ভাবে বলছেন, "দল যাঁকে কাঁথি আসনে মনোননয় দেবে, তিনিই সেখানে সাংসদ হওয়ার ভোটে লড়বেন।" কিন্তু একান্ত আলোচনায় তাঁদের একাংশ জানাচ্ছে, ওই আসনে লড়তে পারেন শিশিরের ছোটপুত্র সৌম্যেন্দু। যিনি এই সেদিন পর্যন্তও কাঁথি পুরসভার প্রধান প্রশাসক ছিলেন। শুভেন্দু বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার পর যাঁকে ওই পদ থেকে সরকারি নির্দেশে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং তার অব্যবহিত পরেই তিনি বিজেপি-তে যোগ দেন।

সূত্রের খবর, দেশের পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া দু'টি রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবনায় রয়েছে। শিশিরবাবু নিজে ওই বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানেন না। তবে তাঁর কাছে রাজ্যপাল হওয়ার প্রস্তাব এলে তিনি তা ফেরাবেন না বলেই তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্রের বক্তব্য।

'পরীক্ষাই জীবনের সমস্ত স্বপ্নের শেষ নয়' পরীক্ষা পে চর্চায় জানালেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : পরীক্ষাই জীবনের সমস্ত স্বপ্নের শেষ নয় বরং ঠান্ডা মাথায় এর মোকাবিলা করা উচিত বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার সন্ধেয় পড়ুয়া, অভিভাবক ও শিক্ষকদের সঙ্গে 'পরীক্ষা পে চর্চা'য় মিলিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

দেশজুড়ে ফের করোনার রক্তচক্ষু ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। সেই আতঙ্কের মধ্যেই এগিয়ে আসছে বোর্ডের পরীক্ষাও। এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়া, অভিভাবক ও শিক্ষকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই নিয়ে চতুর্থবার এই ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেল তাঁকে। তবে এবারের অনুষ্ঠান ছিল 'ভার্চুয়াল'। সকলের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা ভীতি কমিয়ে ছাত্রছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর দিকে জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী। মনে করিয়ে দিলেন, পরীক্ষা মোটেই কোনও জীবনমরণ সমস্যা নয়। ঠান্ডা মাথায় এর মোকাবিলা করা উচিত। আমরা গত বছর করোনা সংক্রমনের পরিস্থিতির মধ্যে বেঁচে ছিলাম এবং তার মধ্যেও নতুন কিছু করার এক সংকল্প তৈরি হয়েছিল।

এরই পাশাপাশি অভিভাবকদের উদ্দেশে তিনি অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন পড়াশোনার জন্য বাচ্চাদের উপরে অহেতুক চাপ না দেন। যদি বাহ্যিক চাপ কমে যায়, তাহলে পরীক্ষার চাপ অনুভূতই হবে না বলে মত প্রধানমন্ত্রীর। তাঁর মতে, বাচ্চারা যদি বাড়িতে আতঙ্কমুক্ত থাকতে পারে তাহলেই তাদের আত্মবিশ্বাস দ্রুত বাড়বে।

করোনা-সংক্রমণে ফের রেকর্ড, ৪,২১১ বেড়ে ব্রাজিলে ৩.৩৭ লক্ষাধিক মৃত্যু

রিও ডি জেনেইরো, ৭ এপ্রিল (হি.স.): দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের চিন্তা বাড়াল ব্রাজিলে, নতুন করোনা-আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুর সংখ্যাও হু হু করে বাড়ছে ব্রাজিলে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৪ হাজার ২১১ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮২,৮৬৯ জন। ব্রাজিলে এই প্রথম একদিনে ৪ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার) ব্রাজিলে নতুন করে ৪ হাজার ২১১ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৬৪-তে পৌঁছেছে।

করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যাও ঊর্ধ্বমুখী ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৮২,৮৬৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে ব্রাজিলে ১৩,১০৬,০৫৮ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১১,৫৫৮,৭৮৪ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১২,০৯,৯১০ জন।

এবার করোনায় আক্রান্ত আরসিবি-র অলরাউন্ডার ড্যানিয়েল সাম

মুম্বই, ৭ এপ্রিল (হি.স.) : এবার মারণ ভাইরাস করোনায় আক্রান্ত হলেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর (আরসিবি)-র অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার ড্যানিয়েল সাম।

আইপিএলে করোনার থাবা ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে। আগামী ৯ এপ্রিল থেকে চেন্নাই শহরে শুরু হচ্ছে আইপিএল। তার ঠিক দুদিন আগে আজ, বুধবার কোভিড-১৯ পজিটিভ হয়েছেন ড্যানিয়েল। এদিন আরসিবি-র তরফ থেকে দলের ট্যুইটার হ্যান্ডলে এই খবর ঘোষণা করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, গত ৩ এপ্রিল ভারতে আসেন এই ক্রিকেটার। সেই সময় তাঁর কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ ছিল।

তবে আজ ফের তাঁর দ্বিতীয় পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। যদিও তাঁর মধ্যে কোনওপ্রকার উপসর্গ নেই বলে দলের তরফে জানানো হয়েছে। বর্তমানে দলের নির্দিষ্ট করে দেওয়া স্বাস্থ্যশিবিরে আইসোলেশনে রয়েছেন ড্যানিয়েল।

আরসিবি জানিয়েছে, দলের মেডিক্যাল টিম তাঁর সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রেখে চলেছেন। বিসিসিআই প্রোটোকল অনুযায়ী, সারাক্ষণ তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

আদেশ জারি

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করবেন। যারা কোনও কোভিড রোগীর সংস্পর্শে আসেন তারা যার যার শারীরিক অবস্থার প্রতি নজর দেবেন এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় টেস্ট করাবেন। তিনি বলেন, কোনও কর্মচারীর মধ্যে এ আর আই কিংবা আই এল আই-এর লক্ষণ দেখা গেলেই তার হেড অব অফিসকে তৎক্ষণাৎ জানাতে হবে এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। কর্মচারী এবং আধিকারিকদের বিনা প্রয়োজনে জমায়েত না করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, পুনরায় নির্দেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত বায়োমেট্রিক উপস্থিতি বন্ধ থাকবে। ঘন ঘন স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে দরজার হাতল ও লিফট ব্যবহারের পর।

তিনি জানান, খেলাধুলার আসর, প্রতিযোগিতা, যেখানে জমায়েত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে। লক্ষণযুক্ত কর্মচারীদের চিহ্নিত করতে সম্ভব হলে অফিসের সমস্ত প্রবেশ দ্বারে থার্মাল স্ক্রিনিং করতে বলা হয়েছে। একমাত্র রোগের লক্ষণ নেই এমন ব্যক্তিদের অফিস চত্বরে ঢুকতে দেওয়া উচিত। ৪৫ বছরের ঊর্ধে সমস্ত আধিকারিক ও কর্মচারীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভ্যাকসিন নিতে উৎসাহিত করা যেতে পারে। তিনি বলেন, যদি কোনও ক্ষেত্রে এক বা দুই রোগীর সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে তারা বিগত ৪৮ ঘন্টায় যেসব জায়গায় গেছেন সেসব জায়গা জীবাণুমুক্ত করা দরকার। সেজন্য সম্পূর্ণ অফিস বন্ধ রেখে কাজ বন্ধ করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। নিয়ম অনুসারে জীবাণুমুক্ত করে আবার কাজ শুরু করা যেতে পারে।

তিনি জানান, সরকারি ভবনের প্রবেশদ্বারের কাছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা যেতে পারে। পুনরায় নির্দেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত সরকারি ভবনে সমস্ত জিম, বিনোদনমূলক কেন্দ্র , ক্র্যাশ বন্ধ থাকবে। পায়খানা ও প্রসাধানাগারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান এবং প্রতিনিয়ত জলের থাকতে হবে। যে সমস্ত কর্মচারীর ঝুঁকি বেশি যেমন বয়স্ক, গর্ভবতী মহিলা বা অন্যান্য রোগের সমস্যা রয়েছে তাদের বাড়তি সাবধানতা বজায় রাখতে হবে। তিনি বলেন, আজ ত্রিপুরা সরকার এই আদেশটি জারি করেছে। আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে এবং পুনরায় আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দলীয় কর্মীকে খুনের দায়ে গ্রেফতার বিজেপি-র বুথ সভাপতি

দুবরাজপুর, ৬ এপ্রিল (হি. স.) : বিজেপি কর্মী দুলাল ডোমের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার হলেন দলেরই বুথ সভাপতি।

এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বীরভূমের দুবরাজপুরে। ওই বিজেপি কর্মীর মৃতদেহ আটকে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ায় মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারের সদস্যরা। যার জেরে পুলিশের সঙ্গে খন্ডযুদ্ধ বাধে দুবরাজপুরের লোবা গ্রামের বিজেপি সমর্থকদের সঙ্গে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় পুলিশ। উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে মাথা ফাটে এক পুলিশকর্মীর। ওই এলাকায় বিজেপি সমর্থকদের দাবি ছিল পাতিহার ডোমকে খুন করেছে তৃণমূলের কর্মীরা। তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। তৃণমূল অভিযোগ অস্বীকার করে। কিন্তু ঘটনার তদন্তে নেমে ধরা পড়ে অন্য চিত্র। মঙ্গলবার বিজেপি কর্মী পাতিহার ডোমের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকিরবেরা গ্রামে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে বচসার পর তীব্র অশান্তি ছড়ায়। কিন্তু ঘটনার তদন্তে নেবে মৃত বিজেপি কর্মীর স্ত্রী জয়শ্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে গত রাতে গ্রেফতার করা হয় ওই গ্রামের বিজেপির বুথ সভাপতিকে।

ভারতে ২৫.১৪-কোটির উর্ধে করোনা টেস্ট, সক্রিয় রোগী বেড়ে ৬.৫৯ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে ২৫.১৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ এপ্রিল সারা দিনে ১২,০৮,৩২৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২৫,১৪,৩৯,৫৯৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১,১৫,৭৩৬ জন।

দ্রুততার সঙ্গে ভারতে বেড়েই চলেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৫৫,২৫০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫৯,৮৫৬ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৬৬,১৭৭ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬৩০ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,১৭,৯২,১৩৫ জন (৯২.১১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৫৫,২৫০ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ৮,৪৩,৪৭৩ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (৬.৫৯ শতাংশ)।

কমিশনের জরুরি তলবে দিল্লি গেলেন বিবেক দুবে

কলকাতা, ৭ এপ্রিল (হি. স.) : দিল্লিতে জরুরি তলব করা হল পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবেকে।অশান্তিকে মাথায় উঠতে না দিয়ে শান্তিপূর্ন ভোট করানোই বঙ্গে চ্যালেঞ্জ ছিল নির্বাচন কমিশনের। কিন্তু যত দফা বেড়েছে বঙ্গে ততই বাড়ছে উত্তেজনা। ভোটকে কেন্দ্র করে খুন, অশান্তি ও ভুরি ভুরি অভিযোগ জমা পড়ছে কমিশনে। রাজনৈতিক দলগুলো প্রশ্ন তুলেছে তাহলে এত কেন্দ্রীয় বাহিনী, ভিন রাজ্যের পুলিশ, রাজ্য পুলিশ রেখে কি লাভ? প্রশ্ন উঠেছে, এই কারণেই কি তলব করা হল বিবেকবাবুকে?

বুধবার ভোরেই কলকাতা থেকে দিল্লি উড়ে গিয়েছেন বিবেক। নির্বাচন কমিশনের জরুরি তলবে বঙ্গে নতুন করে শুরু হয়েছে জল্পনা। এখন পাঁচ দফা ভোট বাকি। তার আগেই এর অশান্তি, অভিযোগ কার্যত গোটা দেশের কাছে অস্বস্তিতে পড়েছে কমিশন। তার উপর কেন্দ্রীয় বাহিনীর অতিসক্রিয়তা নিয়েও অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটিগুলোয় ভোটের অনিয়ম নিয়েও অভিযোগ গিয়েছে। এবারের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, শাসক কিংবা বিরোধী দলের প্রার্থীদের উপর সাধারণ মানুষের হামলা। আগামী ১০ এপ্রিল রাজ্যে চতুর্থ দফার ভোট। তার আগেই বিবেক দুবের দিল্লি তলব নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

হলেন এক

● প্রথম পাতার পর

প্রয়োজনীয় প্রচারাভিযান চালানো যাবে।

তিনি সকল মহকুমাশাসক এবং বিডিওদের করোনা সম্পর্কে রাজ্যব্যাপী জনসচেতনতা বাড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, প্রতি সোমবার সাপ্তাহিক রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। মুখ্যসচিব ওই আদেশে করোনা-র টিকা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের প্রদান সুনিশ্চিত করতে বলেছেন। এছাড়া, পুর ও নগর সংস্থা অফিস, স্কুল এবং কলেজে স্যানিটাইজের ব্যবস্থা ধারাবাহিকভাবে করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি সমস্ত জেলাশাসকদের আজ সন্ধ্যার মধ্যেই নির্দেশাবলী খতিয়ে দেখে কোনও সমস্যা থাকলে তা জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞ টিম

● প্রথম পাতার পর

সরকারি আবাসে তাঁর চিকিৎসা পরিষেবার কাজে যুক্ত থাকবেন। এজন্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে চারটি পৃথক টিম গঠন করা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের অবরসচিব এ-বিষয়ে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। তাতে দেখা গেছে, ডা. সুজিত সূত্রধর, ডা. রাজা জমাতিয়া, ডা. প্রীতম দেবনাথ এবং ডা. গৌতম দেবনাথ মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসার দায়িত্ব সামলাবেন। এছাড়া, স্টাফ নার্স দিলীপ কুমার শর্মা, আশিস ভৌমিক, সুখেন দেববর্মা এবং বাপন ঘোষ মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসয় ডাক্তারদের সহায়তা করবেন। মূলত, ১৫ দিনের জন্য চিকিৎসা বিধি তৈরি করে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। চারজন চিকিৎসক এবং চারজন নার্স আজ থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে চিকিৎসা পরিষেবা দেবেন।

১.১৫ লক্ষাধিক করোনা-সংক্রমণ ৬৩০ বেড়ে ভারতে মৃত্যু ১৬৬,১৭৭

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা ফের রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছে গেল। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,১৫,৭৩৬ জন, এই সংখ্যাই এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক। বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে মৃত্যুর সংখ্যা ৬৩০-এ পৌঁছেছে। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যাও বাড়তে বাড়তে ৮.৪৩-লক্ষের (৬.৫৯ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যে সেরে ওঠাও স্বস্তি দিচ্ছে, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫৯,৮৫৬ জন করোনা-রোগী। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,১৭,৯২,১৩৫ জন করোনা-রোগী (৯২.১১ শতাংশ)। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১,১৫,৭৩৬ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১,২৮,০১,৭৮৫-তে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬৩০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬৬,১৭৭ জন। বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪৭৩ জন (৬.৫৯ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৫৫,২৫০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৮ কোটি ৭০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪৭৪ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৩৩,৩৭,৬০১ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

গুরুতর আহত অবস্থায় দীপঙ্কর শীল নামে এক যুবককে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন হাসপাতালে পৌঁছার আগেই দীপঙ্কর শীলের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ দূর্ঘটনার একটি মামলা নিয়েছে। গাড়িটি আটক করেছে।

জনগণ

● প্রথম পাতার পর

দ্রুতগামী করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে ভোক্তা সাধারণের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

করোনা আক্রান্ত হলেন জিদানের দলের তারকা ডিফেন্ডার রাফায়েল

মাদ্রিদ।। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে নামার ঠিক আগে রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরে বড়সড় ধাক্কা। করোনা আক্রান্ত হলেন জিদানের দলের তারকা ডিফেন্ডার রাফায়েল ভারানে। স্বাভাবিকভাবেই লিভারপুলের মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শেষ আটের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে ফরাসি ডিফেন্ডারকে পাচ্ছে না লস ব্ল্যাঙ্কোসরা। শুধু তাই নয়, আগামী রবিবার লা লিগা এল ক্লাসিকোতেও এই ডিফেন্ডারের সার্ভিস পাবে না জিদানের দল। লিভারপুলের বিরুদ্ধে কোয়ার্টারে নামার আগে মঙ্গলবার রিয়াল ফুটবলারদের করোনা পরীক্ষা করা হয়। সেখানেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে ভারানের। ফলে দলের দুই প্রথম পছন্দের ডিফেন্ডারকে ছাড়াই লিভারপুলের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে হবে রিয়ালকে। অধিনায়ক সার্জিও রামোসকেও চোটের কারণে এই ম্যাচে পাবে না তারা। যা অবস্থা, তাতে আগামী ১৪ এপ্রিল ফিরতি লেগেও একই সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে তারা।ভারানের জন্য লিভারপুল ম্যাচের আগে আরও বিপাকে পড়েছেন জিদান। রামোস এবং ভারানের পরিবর্ত হিসেবে স্প্যানিশ ডিফেন্ডার ন্যাচো ফার্নান্দেজ এবং ব্রাজিলিয়ান এদের মিলিতাওকে ক্লপের দলের বিরুদ্ধে দুই সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রিয়ালের ফরাসি কোচ। উল্লেখ্য, ২০১৮ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালের পর ফের ইউরোপ সেরার মঞ্চে মুখোমুখি দুই দল।

২০১৮ ফাইনালে রেডস''দের ৩-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে ১৩ বারের জন্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ক্যাবিনেটে তুলেছিল লস ব্ল্যাঙ্কোসরা।সেদিক থেকে দেখতে গেলে চলতি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল লিভারপুলের কাছে বদলার ম্যাচ। যদিও এই ম্যাচকে বদলার ম্যাচ হিসেবে দেখতে নারাজ জুর্গেন ক্লপ।

২০১৮ ফাইনালে মোহামেদ সালাহকে প্রথমার্ধেই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল সার্জিও র্যামোসের কড়া চ্যালেঞ্জে। পরে জানা যায় কাঁধের হাড় সরেছে মিশরীয় স্ট্রাইকারের। সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কোয়ার্টারের আগের দিন ক্লপ জানিয়েছেন, ''সেই রাতে যা হয়েছিল সেটা ঠিক হয়নি। আমাদের জন্য একটা খারাপ রাত ছিল ওটা। তবে তারপর অনেকটা সময় পেরিয়ে গিয়েছে। আমরা চাই না সেই রাতের অনুভূতি কিংবা রাগের পুনরায় বহিঃপ্রকাশ হোক। আমি শুধু আমার দলকে তৈরি করতে চাই আগামীকালের ম্যাচের জন্য। ওদের দেখিয়ে দিতে চাই আমরা কতোটা ভালো ফুটবল উপহার দিতে পারি।''অন্যদিকে জিদান বলেছেন, ''লিভারপুল একটা পূর্ণাঙ্গ দল। সবাই বলে ওদের তিন ফরোয়ার্ড ভীষণ ভালো। কিন্তু আমি মনে করি ওরা একটা দল হিসেবে খেলে। আমি ওদের একটা দল হিসেবে দেখতে চাই।''লাল-নীল-গেরুয়া...! ''রঙ'' ছাড়া সংবাদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন খবরটা ''খাচ্ছে''? সেটাই কি শেষ কথা? নাকি আসল সত্যিটার নাম ''সংবাদ''! ''ব্রেকিং'' আর প্রাইম টাইমের পিছনে দৌড়তে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সত্যিকারের সাংবাদিকতার। অর্থ আর চোখ রাঙানিতে হাত বাঁধা সাংবাদিকদের। কিন্তু, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে ''রঙ'' লাগানোয় বিশ্বাসী নই আমরা। আর মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনারাই। সোশ্যালের ওয়াল জুড়ে বিনামূল্যে পাওয়া খবরে ''ফেক'' তকমা জুড়ে যাচ্ছে না তো? আসলে পৃথিবীতে কোনও কিছুই ''ফ্রি'' নয়। তাই, আপনার দেওয়া একটি টাকাও অক্সিজেন জোগাতে পারে। স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার স্বার্থে আপনার স্বল্প অনুদানও মূল্যবান।

আরও একবার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিন

ঢাকা।। আরও একবার বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিন। এবার ইংল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটার মঈন আলি সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন তিনি। তসলিমার মতে, ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে মঈন আলি নাকি সিরিয়ায় গিয়ে আইএস জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হতেন। আর তাঁর এই মন্তব্যের পরই সমালোচনার ঝড় ক্রিকেটদুনিয়ায়। খোদ ইংল্যান্ড জাতীয় দলের সতীর্থ জোফ্রা আর্চার মঈনের সমর্থনে মুখ খুলেছেন।বর্তমানে আইপিএলে চেন্নাইয়ের খেলতে এদেশে রয়েছেন মঈন। দিনকয়েক আগে মঈন তাঁর জার্সিতে থাকা একটি অ্যালকোহল সংস্থার লোগো তুলে নিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন চেন্নাই সুপার কিংস কর্তৃপক্ষকে। যেহেতু ইসলামিক ধর্মে অ্যালকোহলের প্রচার করা বারণ, সে কারণেই তিনি এই আরজি জানিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর ভাবাবেগকে সম্মান জানাতে চেন্নাই কর্তৃপক্ষ মইন আলির জার্সি থেকে নির্দিষ্ট ওই সংস্থার লোগোটি তুলেও নেয়।

সেই প্রসঙ্গেই তসলিমার এই ধরনের মন্তব্য। টুইটে বাংলাদেশের লেখিকা লেখেন, ''মইন আলি যদি ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত না থাকতেন, তবে সিরিয়ায় গিয়ে আইএস-এ যোগ দিতেন।''যদিও এই মন্তব্য করে নিজেই নেটিজেনদের কাছে ট্রোলড হন তসলিমা। প্রত্যেকেই তাঁর এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জাতীয় দলে মঈনের সতীর্থ জোফ্রা আর্চার তো তসলিমার উদ্দেশে পালটা টুইট করে লেখেন, 'আপনি কি ঠিক আছেন? আমার মনে হয় না আপনি ঠিক আছেন'। পরবর্তীতে ওই টুইটটি আর না দেখা গেলেও অপর একটি টুইটে তসলিমা লেখেন, তিনি এটি ব্যাঙ্গাত্মকভাবে বলতে চেয়েছিলেন। যদিও আর্চার সেই টুইটটি রিটুইট করে লেখেন, ''ব্যাঙ্গাত্মক? আপনি নিজেও হাসছেন না। আপনি যেটা করতে পারেন, সেটা হল ওই টুইটটি ডিলিট করে দিন।

লা লিগায় গুরুত্বপূর্ণ জয় পেলেন লিয়োনেল মেসিরা

আর্জেন্টিনা।। আগামী শনিবারই এল ক্লাসিকো। রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বার্সেলোনার চিরকালীন লড়াই ঘিরে চড়ছে উত্তেজনার পারদ। তার আগে সোমবার লা লিগায় গুরুত্বপূর্ণ জয় পেলেন লিয়োনেল মেসিরা। খেলা শেষ হওয়ার মুহূর্তে উসমান দেম্বেলের গোলে ভায়াদলিদের বিরুদ্ধে ১-০ জিতল বার্সেলোনা। পয়েন্ট টেবলে শীর্ষে থাকা আতলেতিকো দে মাদ্রিদের থেকে তারা এখন মাত্র এক পয়েন্ট পিছিয়ে আছে। ক্যাম্প ন্যুতে এই জয়ের পরে বার্সেলোনার পয়েন্ট ২৯ ম্যাচে ৬৫। লুইস সুয়ারেসদের আতলেতিকোর সেখানে সমসংখ্যক ম্যাচে ৬৬ পয়েন্ট। তৃতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৬৩, ২৯ ম্যাচে। ফুটবল বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এ বারের লা লিগার মীমাংসা হবে এক রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতিতে। আর ক্লাসিকোয় যারা জিতবে, তাদের সমানে খুলে যেতে পারে লিগ খেতাব জয়ের দরজা। সোমবার ভায়াদলিদও কিন্তু যথেষ্ট ভাল খেলেছে। কেনান কোদ্রোর হেড

খেলার শুরুতেই পোস্টে লেগে প্রতিহত না হলে তারা এগিয়ে যেতে পারত। শুধু তাই নয়, ভায়াদলিদের রকি মেসা দু'বার নিশ্চিত গোলের সুযোগ নষ্ট করেন। বার্সা প্রথম গোল করার সুযোগ পায় প্রথমার্ধের শেষদিকে। পেদ্রির একটা শটে বার্সার প্রাক্তন গোলরক্ষক জর্দি মাসিপ ঘুসি মারেন। বল পোস্টে লেগে বাইরে বেরিয়ে যায়। আর একবার দেম্বেলের শট দারুণ ভাবে বাঁচান তিনি। ফিরতি বলে হেডে সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করেন আঁতোয়া গ্রিজম্যান। বার্সার কিছুটা হলেও সুবিধে হয় ৭৯ মিনিটে অস্কার প্লানো লাল কার্ড দেখায়। তিনি দেম্বেলেকে পিছন থেকে অবৈধ ভাবে আটকান। ভায়াদলিদ রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালেও লাভ কিছু হয়নি। আর একবার বক্সের মধ্যে হাতে বল লাগান জর্দি আলবা। ভায়াদলিদ এ বার পেনাল্টির আবেদন করে। কিন্তু ভিডিয়ো প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে রেফারি জানিয়ে দেন, আলবা ইচ্ছাকৃত ভাবে হাতে বল লাগাননি। তাই পেনাল্টিও দেওয়া হয়নি।

বিদেশি ক্রিকেটারদের তুলনায় ভারতীয়দের মানসিক সহ্যশক্তি অনেকটাই বেশি, বললেন সৌরভ

মুম্বাই।। জৈব সুরক্ষা বলয়ে থাকতে থাকতে অনেক ক্রিকেটারকেই মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা গিয়েছে। অনেক ক্রিকেটারই গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন শুধুমাত্র এই কারণে। এই প্রসঙ্গেই বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বললেন যে তাঁর মতে বিদেশি ক্রিকেটারদের তুলনায় ভারতীয়দের মানসিক সহ্যশক্তি অনেকটাই বেশি।একটি ভার্চুয়াল সভায় এই কথাই বলেন সৌরভ।

তাঁর কথায়, ''আমি মনে করি যে, ভারতীয়দের সহ্যশক্তি বিদেশিদের তুলনায় একটু বেশি। আমি ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্টে ইন্ডিজের বহু ক্রিকেটারদের সঙ্গে খেলছি। ওরা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে হতাশা প্রকাশ করত।''বোর্ড সভাপতি আরও বলেন, ''গত ৬-৭ মাসে জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে প্রচুর ক্রিকেট খেলা হয়েছে। এটা সত্যিই কঠিন। হোটের রুম থেকে মাঠে যাও, চাপ সামলে ফিরে এসো হোটেল রুমে, আবার হোটেল

থেকে মাঠে যাও, এটা সম্পূর্ণ অন্য জীবন।''সৌরভ এ ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর থেকে সরে দাঁড়ানোর উহাদরণ দেন। তিনি বলেন, ''অস্ট্রেলিয়া দলের দিকে তাকান, ভারতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজের পর ওদের দক্ষিণ আফ্রিকা যাওয়ার কথা ছিল। তবে ওরা যেতে অস্বীকার করে। করোনার আশঙ্কা সবজায়গায়। আপনাকে সব সময় ইতিবাচক থাকতে হবে। আপনাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।''উল্লেখ্য, জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে থেকেই শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে আইপিএল। এক এক সময়ে দেশের দুটো করে শহরে এই সুরক্ষা বলয়ের মধ্যেই খেলা হবে। আপাতত চেন্নাই আর মুম্বইয়ে টুর্নামেন্টটি চলবে। মাঝপথে অমদাবাদ আর দিল্লিতে টুর্নামেন্ট চলে যাবে। শেষপর্বে খেলা হবে কলকাতা এবং বেঙ্গালুরুতে।

ক্রিকেটের প্রসার করতে আমেরিকায় পাড়ি দিলেন রাহুল দ্রাবিড়

নয়াদিল্লি।। খেলা ছাড়ার পর দেশের ক্রিকেটার তুলে আনার ক্ষেত্রে অনেক বছর ধরে কাজ করছেন। তবে এ বার ক্রিকেটের প্রসার করতে আমেরিকায় পাড়ি দিলেন রাহুল দ্রাবিড়। আগামী ৮ ও ৯ এপ্রিল এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয়েছে ''শো মি দ্য ডাটা''। তবে শুধু রাহুল একা নয়, তাঁর সঙ্গে এই ক্রিকেট আড্ডায় থাকবেন ভারতীয় দলের বিশ্বকাপ জয়ী প্রশিক্ষক গ্যারি কার্সর্নে ও

ইংল্যান্ড মহিলা দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার ঈশা গুহ।শোনা যাচ্ছে আধুনিক ক্রিকেটের খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে ক্রিকেটারদের মধ্যে সাঝঘরে কোন কোন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হয় সেগুলো নিয়ে আলোচনা হতে পারে। তাছাড়া প্রায় সব ক্রিকেট খেলিয়ে দেশেই ঘরোয়া টি-টিয়োন্টি প্রতিযোগিতা রমরমিয়ে চলছে। এর মধ্যে আইপিএলের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। ভারতীয় ক্রিকেটের প্রসারে আইপিএলের অবদান কতোটা সেটা নিয়ে এই তিনজন আড্ডা দিতে পারেন।

করোনা আক্রান্ত শ্যাম থাপা

কোভিড আক্রান্ত হলেন প্রাক্তন ফুটবলার শ্যাম থাপা। মঙ্গলবার রাতে শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। আপাতত সুস্থ রয়েছেন প্রাক্তন ফুটবলার।

সোমবারই কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে তাঁর। এরপর মঙ্গলবার ভর্তি হন তিনি।হাসপাতালের বিছানায় শুয়েই আনন্দবাজার ডিজিটালকে জানান, “কোনও উপসর্গ ছিল না। তবে খেতে সমস্যা হচ্ছিল বেশ কিছু দিন ধরেই। কোভিড পরীক্ষার ফল আসতেই আমি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। এখন খেতে সমস্যা হচ্ছে না। তবে আগে খাওয়ার ইচ্ছে চলে গিয়েছিল। আমি সুস্থ আছি।''শুধু নিজের সুস্থতার খবর দেওয়া নয়, সাধারণ মানুষের উদ্দেশেও বার্তা দিলেন প্রাক্তন ফুটবলার। তিনি বলেন, “এটা ভাবার কারণ নেই যে করোনা চলে গিয়েছে। তাই মাস্ক পরে চলতে হবে, দূরত্ব বিধি মেনে চলতে হবে। আমি সবটাই মেনে চলেছি তবে হত কোনও ভাবে আক্রান্ত হয়ে গিয়েছি। তাই সকলকে আরও সতর্ক হতে অনুরোধ করব।

রেকর্ডের মুখে ধোনি, কোন কোন মাইলফলক ছুঁতে পারেন এই আইপিএল-এ

অনেকেই ভেবেছিলেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মাঠে আইপিএল খেলেই তিনি তুলে রাখবেন দস্তানা। অবাক করে দিয়ে আইপিএল-এর ১৪তম সংস্করণেও নিজেকে মেলে ধরতে তৈরি মহেন্দ্র সিংহ ধোনি। ভারতের হয়ে বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক এ বারের আইপিএল-এ বেশ কিছু মাইলফলকের সামনে। দেখে নেওয়া যাক সেগুলো কী কী? ২০০৭ সালে ভারতকে টি২০ বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন ধোনি। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম আবির্ভাব সেই মঞ্চে। এ বারের আইপিএল-এ টি২০ ক্রিকেটে ৭ হাজার রানের মাইলফলক ছুঁতে পারেন ধোনি। গত বছরের আইপিএল-এ ১৪ ম্যাচে ২০০ রান করেছিলেন ধোনি। এ বার ১৭৯ রান করলেই সব ধরনের টি২০ ম্যাচ মিলিয়ে ৭ হাজার রান করে ফেলতে পারবেন তিনি।২০১১ সালে ছয় মেরে ভারতকে বিশ্বকাপ জিতিয়ে ছিলেন মাহি। আইপিএল-এ চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে ইতিমধ্যেই ১৮৬টি ছক্কা মেরেছেন তিনি। আর ১৪টা ছয় মারলেই চেন্নাইয়ের হয়ে ২০০টা ছক্কা মারা হয়ে যাবে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের। শুধু ব্যাটসম্যান ধোনি নন, রেকর্ডের মুখে উইকেটরক্ষক ধোনিও। উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে আর দুটো শিকার রেকর্ড ধোনির দস্তানায়। আইপিএল-এ প্রথম উইকেটরক্ষক হিসেবে ১৫০টি শিকার হবে তাঁর দখলে।

লিভারপুলের বিরুদ্ধে জয় পেল রিয়াল মাদ্রিদ

রোম।। লিভারপুলের বিরুদ্ধে জয় পেল রিয়াল মাদ্রিদ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে প্রথম পর্বে ৩-১ গোলে জয় পেল জিনেদিন জিদানের দল। অন্য দিকে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি জিতল ২-১ গোলে।

বরুসিয়া ডর্টমন্ডের বিরুদ্ধে জয় পেল পেপ গুয়ার্দিওলার দল। রিয়ালের ঘরের মাঠে প্রথম পর্বের ম্যাচে লিভারপুলকে হারিয়ে দিলেন করিম বেঞ্জেমারা। ভিনিসিয়স জুনিয়রের জোড়া গোলে জয় পেল রিয়াল। ২৭ মিনিটের মাথায় গোল করেন রিয়ালের তরুণ স্ট্রাইকার। ৩৬ মিনিটে সেই ব্যবধান বাড়ান মার্কো অ্যাসেনসিয়ো।

দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান কমান মহম্মদ সালাহ। তবে বিপক্ষকে বেশিক্ষণ স্বস্তি পেতে দেয়নি জিদানের দল। ৬৫ মিনিটের মাথায় ফের গোল করেন ভিনিসিয়স। দ্বিতীয় পর্বে খেলতে নামার আগে বেশ কিছুটা সুবিধাজনক জায়গায় রিয়াল।

তবে লিভারপুলের সুবিধা বাইরের মাঠে ১ গোল করে রাখায়। নিজেদের মাঠে খেলার সময় সেই সুবিধা নিতে পারেন কি না নজর থাকবে সেই দিকেই। ম্যাঞ্চেস্টারও জয় পেল ঘরের মাঠে।

১৯ মিনিটের মাথায় গোল করে দলকে এগিয়ে দেন কেভিন ডি ব্রুইন। প্রথমার্ধে এগিয়ে থেকেই শেষ করে ম্যাঞ্চেস্টার। ৮৪ মিনিটের মাথায় ডর্টমন্ডের হয়ে সমতা ফেরান মার্কো রিউস। তবে বেশিক্ষণ সেই সমতা ধরে রাখতে পারেনি ডর্টমন্ড। তরুণ ফিল ফডেনের গোলে শেষ মুহূর্তে গোল পায় ম্যাঞ্চেস্টার। সেই গোলেই প্রথম পর্বের ম্যাচে জয় তুলে নিল গুয়ার্দিওলার দল। বুধবার রাতে কোয়ার্টার ফাইনালের অন্য ম্যাচে চেলসির মুখোমুখি হবে এফসি পোর্তোর। বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে প্যারিস সঁ জঁ।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ইঞ্জিনীয়ারের খামখেয়ালিপনায় কলের জল পান করতে হচ্ছে পড়ুয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ এপ্রিল।। এবার একটি ভিন্ন চিত্র দেখা গেল বিশালগড় বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের অন্তর্গত পেকুয়ারজলা উচ্চ বিদ্যালয়ে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৮৩ জন কিন্তু সেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন মাত্র চারজন উপযুক্ত শ্রেণীকক্ষ থাকলেও ঘাটতি রয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকার ফলে একটি কক্ষে একত্রে তিন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের বসিয়ে পাঠদান করতে দেখা গেছে এক শিক্ষিকাকে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেনী নিয়মিত ক্লাস চালাতে ইনচার্জ বাদে অন্তত ১০ জন শিক্ষক শিক্ষিকার প্রয়োজন অথচ রয়েছে মাত্র চারজন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা বিষয়টি নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে আরও অত্যন্ত ৫ থেকে ৬ জন শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের দাবি জানান। তাছাড়া বিদ্যালয়ের ভৌগলিক পরিবেশ ও বেমানান নদী লাগোয়া বিদ্যালয়টি বর্ষা কালে নদীর জল ফুলেনফেঁপে প্রবেশ করে বিদ্যালয়ে, নেই কোন বাউন্ডারি ওয়াল বিদ্যালয়ে পরিচালন কমিটির পক্ষ থেকে বেশ কয়েকবার উদ্বতন মহলের দাবি জানানো সত্ত্বেও টনক নড়েনি প্রশাসনের, বর্তমানে মারাত্মক সমস্যা রয়েছে পানীয় জলের। একমাত্র কলের জলই ভরসা ছাত্র-ছাত্রীদের। একমাত্র চাপকল টি মাঝে মাঝে নষ্ট হলে জল আনতে হয় পাশের বাড়ি থেকে। বিদ্যালয়ে পানীয় জলের সমস্যা নিরসনে দপ্তর থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, একটি জলের ট্যাঙ্কও নির্মাণের যথারীতি কাজও শুরু হয়েছে দুই মাস আগে অভিযোগ ৩০ু কাজ করে পালিয়ে গেছে বিদ্যালয় সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক এর ইনিনিয়ার দিপনর বাবু। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এখন ইঞ্জিনিয়ারকে খুঁজে পাচ্ছে না ফোন করলেও রিসিভ করছে না পঞ্চায়েত প্রধান, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা এবং পরিচালন কমিটি বিষয়টি নিয়ে রীতিমত হয়রানি হয়ে পড়েছেন তবুও দেখা মেলেনি তার বিষয়টি খতিয়ে দেখে অভিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাছাড়া বিদ্যালয় যেকোনো সময় ঘটতে পারে ভয়ংকর ঘটনা বালি মেশিনের বিকট শব্দে পড়ুয়াদের পঠন পাঠনে খুবই ব্যাঘাত ঘটছে তাছাড়া বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান এবং উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানোর পর কিছুদিন বন্ধ থাকলে ফের শুরু হয় সেই বিকট আওয়াজে বালু তোলার কাজ।

সৌভাগ্য যোজনায় সিপাহীজলা জেলায় ১২,৯৭৪টি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম ও নীপকোর যৌথ উদ্যোগে সৌভাগ্য যোজনায় সিপাহীজলা জেলায় গত তিন অর্থবছরে ১২ হাজার ৯৭৪টি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ নিগমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলার চড়িলাম ব্লকে ৬২৭টি, জম্পইজলা ব্লকে ২ হাজার ২১৩টি, কাঁঠালিয়া ব্লকে ১ হাজার ৩৪১ টি, মোহনভোগ ব্লকে ১ হাজার ৪১ টি, ব'নগর ব্লকে ১ হাজার ২৬৩টি, নলছড় ব্লকে ৮৯০টি, বিশালগড় ব্লকে ২ হাজার ১৮৫টি বাড়িতে, সোনামুড়া নগর প'ায়েতের ৮৮৩টি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া জেলায় নীপকোর মাধ্যমে চড়িলাম ব্লকে ২৪৯টি, জম্পইজলা ব্লকে ৭৫টি, কাঁঠালিয়া ব্লকে ৫০০টি, মোহনভোগ ব্লকে ৫০৪টি, ব'নগর ব্লকে ২২টি, নলছড় ব্লকে ৪৭৪টি বাড়িতে ও বিশালগড় ব্লকে ৫৫৪টি বাড়িতে, এবং সোনামুড়া নগর প'ায়েতের ১৫০টি বাড়িতে সৌভাগ্য যোজনায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও বিশালগড় ব্লক ও চড়িলাম ব্লকে যথাক্রমে ১৭টি ও ১০টি ট্রান্সফরমার স্থাপন করা হয়েছে। সিপাহীজলা জেলায় সব মিলিয়ে গত তিন অর্থবছরে রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের মাধ্যমে ১০ হাজার ৪৪৩টি বাড়িতে ও নীপকোর মাধ্যমে ২ হাজার ৫৩১টি বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর শুভচিন্তকদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে খোয়াই মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মী সংর্থকদের উদ্যোগে হরিনাম সংকীর্তন, শান্তি যজ্ঞ, পাঠ সহ নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রত্যেকেই প্রার্থনা করছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেন। ছবি ও তথ্য খোয়াই প্রতিনিধির।

তিপ্রা মথা'র কর্মীদের আক্রমণে গুরুতর আহত হয়েছেন বিজেপির পোলিং এজেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। শাসক দল বিজেপির পোলিং এজেন্ট ত্রিপরা মাথার আক্রমণে আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে ট্রমা সেন্টারে চিকিৎসাধীন।৭সদ্য সমাপ্ত ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সংঘর্ষ হয়েছে মূলত শাসকদল বিজেপি, আইপিএফটি এবং ত্রিপরা মথার সমর্থকদের মধ্যে। পাহাড়ে পেশী শক্তির আস্ফালন দেখিয়ে বিভিন্ন স্থানে শাসকদলের পোলিং এজেন্টদের বের করে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি অনেকটাই উলোট পুরানের মত ঘটনা। রাজ্যের শাসকদলের লোকজনই আক্রান্ত হচ্ছে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মী-সমর্থকদের হাতে। এটা নিঃসন্দেহে সাংগঠনিক শক্তির দুর্বলতারই পরিচায়ক বলেও বিভিন্ন মহল থেকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। জেলা পরিষদ নির্বাচনের দিন এ ধরনের বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। বোধজং নগর ওয়াকিনগর কেন্দ্রেও শাসক দল বিজেপির পোলিং এজেন্ট আক্রান্তের ঘটনা ঘটেছে। ওই কেন্দ্রের কৃষ্ণ মধু পাড়ায় কুড়ি নং বুথের বিজেপির পোলিং এজেন্ট বুদরাই দেববর্মাও আক্রান্ত হয়। বর্তমানে তিনি জিবি হাসপাতালে ট্রমা সেন্টারে চিকিৎসাধীন। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছেন আক্রান্ত বিজেপির পুলিং এজেন্ট।আক্রান্ত শাসকদলের পোলিং এজেন্ট আরো জানান পুলিশের সঙ্গে আক্রমণকারীদের দস্তাদস্তি হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সাংগঠনিক শক্তি এবং পেশী বলদেখানোর জন্যই এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

আগরতলা শিশু উদ্যানে শুরু হয়েছে চৈত্র রিডাকশন সেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতির মধ্যেই বুধবার থেকে আগরতলায় শিশু উদ্যানে শুরু হয়েছে চৈত্রের হাট।আগরতলা পুর নিগমের অনুমতিক্রমে শিশু উদ্যান এর পুকুরের পাড়ে বুধবার থেকে শুরু হয়েছে চৈত্রের হাট। ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন পসারি নিয়ে সকাল থেকেই চৈত্রের হাটে সামিল হন। দোকান খুলে বসলেও ক্রেতাদের যেমন দেখা নেই। তাতে যারপরানই হতাশাগ্রস্ত চৈত্রের হাটে বিভিন্ন পসারী দিয়ে আসা ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরা জানান অন্যান্য বছর আরও অনেক আগে থেকেই চৈত্রের হাট শুরু হতো। এবছর অনেক দেরিতে চৈত্রের হাট বসার অনুমতি দিয়েছে আগরতলা পুর নিগমের কর্তৃপক্ষ। চৈত্রের হাটে শকুন্তলা রোডে নেতাদের বেশি ভিড় হয়। এবছর শকুন্তলা রোডে চৈত্রের হাট বসার অনুমতি দেয়নি প্রশাসন। ফলে হাঁটে দোকান নিয়ে বসতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীরা ক্ষতির সম্মুখীন হবেন বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন।রাজ্যে করোণা সংক্রমণের হার প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে চৈত্রের হাট বসালেও ক্রেতারা তাতে কতটা সাড়া দেবেন তা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে। কেননা চৈত্রের হাটে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই।

প্রেসক্লাবে কোভিড-১৯ টিকাকরণ ১২ই

আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। আগামী সোমবার ১২ এপ্রিল স্বাস্থ্য দপ্তরের সহায়তায় আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কোভিড ১৯ টিকাকরণ শিবির। এই শিবিরে ৪৫ বছর বয়স উর্ধ সকল সাংবাদিক, সংবাদকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের কোভিড-১৯ টিকা দেওয়া হবে। টিকা নিতে ইচ্ছুক সকলকে আগামী ১২ এপ্রিল সকাল ১০টায় আগরতলা প্রেসক্লাবে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন ক্লাব সম্পাদক প্রণব সরকার।

সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে মোহনপুর মহকুমায় রাস্তার উন্নয়ন ও সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। পূর্ত দপ্তরের মোহনপুর মহকুমা কার্যালয়ের উদ্যোগে মহকুমার বামুটিয়া, মোহনপুর ও হেজামারা ব্লকে ৪৩.৮০ কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়ন ও সংস্কার করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষের সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে এই কর্মসূচি রূপায়ণে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা। রাস্তাগুলির মধ্যে ১০৮বি জাতীয় সড়ক থেকে বামুটিয়া ব্লকের ফটিকছড়া পর্যন্ত, উত্তর লক্ষীলুঙ্গা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শালবাগান, বেরিমুড়া থেকে রাঙ্গটিয়া রিং পাটশালী রাস্তাগুলির উন্নয়ন ও সংস্কার করা হয়েছে। অন্যদিকে, ১০৮বি জাতীয় সড়ক থেকে মোহনপুর ব্লক এলাকার হরিণখলা শিবির ভায়া মোহনপুর ডিগ্রি কলেজ, সুরেন্দ্রনগর থেকে দেবাপুর, কলাগাছিয়া বাজার থেকে আরাকাটা, সুন্দরটিলা বাজার থেকে পুরান সিমনা, ভাণ্ডারীমুড়া থেকে ছেছরিয়া ভায়া মুক্তাদার পাড়া, উত্তর কালাপানিয়া থেকে ২৭ নং বিএসএফ গেইট, সিমনা বিএসএফ ক্যাম্প থেকে বিজয় ওরাং বাড়ি, সিধাই বিজয়নগর রোড এবং ছেছরিয়া থেকে কলকলিয়া ভায়া ডিএম কলোনী রাস্তাগুলির উন্নয়ন ও সংস্কার করা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে আগরতলা শহরে সচেতনতামূলক র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে বুধবার রাজধানী আগরতলা শহরে সচেতনতামূলক রেলি কর্মসূচি সংগঠিত করেছে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা স্টেট ব্রাঞ্চ। ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। গোটা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের দেশেও দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। আমাদের রাজ্যের রাজধানী আগরতলা শহরে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে সচেতনতামূলক রেলির আয়োজন করে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা স্টেট ব্রাঞ্চ। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ের সামনে থেকে সচেতনতামূলক রেলি শুরু হয়। রেলিটি আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় এসোসিয়েশনের কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। রেলিতে অংশগ্রহণ করেন চিকিৎসক, নার্স ,স্বাস্থ্য কর্মী সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষজন। এ বছরের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের মূল স্লোগান হল ,সবার জন্য সুন্দর ,স্বাস্থ্যকর বিশ্ব গড়ে তোলা।বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের রেলি থেকে করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন থাকার আহ্বান জানানো হয়।

অ্যাসপিরেশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম ঃ সার্বিক ডেল্টা র‍্যাঙ্কিং-এ ধলাই জেলা দ্বিতীয় স্থানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। দেশের সবচেয়ে অনুন্নত জেলাগুলির আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে ভারত সরকার ২০১৮ সালে অ্যাসপিরেশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম (ঙ্গঞ্ঝ) শুরু করেছিল। বর্তমানে দেশের মোট ৭৩৯টি জেলার মধ্যে ১১২টি জেলায় এই কর্মসূচিটি রূপায়িত হচ্ছে। ত্রিপুরার ধলাই জেলা তার মধ্যে একটি। এই কর্মসূচিতে যেসব বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয় সেগুলি হচ্ছে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, কৃষি ও জলসম্পদ, আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ও মৌলিক পরিকাঠামো উন্নয়ন।

গতবছরের ডিসেম্বর মাসে সার্বিক ডেল্টা র‍্যাঙ্কিং-এ ধলাই জেলা এই কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। নীতি আয়োগের সি ই ও অমিতাভ কান্ত এক ট্যুইট-এর মাধ্যমে প্রকল্প রূপায়ণে এই জেলায় এ এন এম ও আশাকর্মীদের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যেভাবে গর্ভবতী মহিলাদের চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তার ফলে সামগ্রিক সাফল্যের হারও বেড়েছে তার প্রশংসা করেছেন। ডেল্টা র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধলাই জেলার সাফল্য রয়েছে ত'তীয় স্থানে। তেমনি এই জেলা শিক্ষা ক্ষেত্রে রয়েছে ৯ম স্থানে, দক্ষতা উন্নয়ন ও আর্থিক সুবিধা দানের ক্ষেত্রে ২০তম স্থানে এবং জল সম্পদ ক্ষেত্রে ২৩তম স্থানে।

উল্লেখ্য, এই জেলা ২০১৯-এর জন এর সার্বিক ডেল্টা র‍্যাঙ্কিং-এ ছিল প্রথম স্থানে। আবার জন, ২০২০-এর শিক্ষা সম্বন্ধীয় ডেল্টা র‍্যাঙ্কিং ধলাই ২য় স্থান অধিকার করে। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর শিক্ষার উপর ক্রমাগত গুরুত্ব দিয়ে কাজ করার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে।

ভাড়া গাড়ির বিল মিটিয়ে না দেওয়ার অভিযোগ বিদ্যুৎ নিগমের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ এপ্রিল।। মারতি গাড়ি ভাড়া নিয়ে ভাড়া না দেয়ার অভিযোগ উঠল কমলাসাগর মধুপুর বিদ্যুৎ অফিসের এসডিও ভূপেন্দ্র ভৌমিকেৰ বিরুদ্ধে। আর সেই যুবক শেষ পর্যন্ত এসডিও কথা মানতে না পেরে মধুপুর থানার দ্বারস্থ হবে।ঘটনার বিবরণে জানা যায় মধুপুর থানা সংলগ্ন এলাকার বিশ্বজিৎ সরকার তার টিআর-০১এএইচ০৬৭৬ মারুতি গাড়ি গত দুই মাস পূর্বে বিশ্বজিৎ সরকারের কাছ থেকে ভাড়া নেয় মধুপুর বিদ্যুৎ অফিসের এসডিও।প্রত্যেক মাসে ২১ হাজার টাকা দেয়া হবে।কিন্তু ভাড়া নেওয়ার সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দুই মাস গাড়ি চালানোর পর এক মাসে বেতন পরিষ্কার করা হবে। পরবর্তী সময়ে সেই বেতন পুনরায় একমাস পরে দেয়া হবে। কিন্তু ভাড়া নেওয়ার পর ভাড়া দিতে রাজি নয় বলে অভিযোগ। এদিকে বিশ্বজিৎ সরকার বলেন তার গাড়িটি এক মাস ২৮ দিন চলেছিল মধুপুর বিদ্যুৎ অফিসে। কিন্তু ভাড়া না দেয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সেখান থেকে গাড়িটি নিয়ে আসে। কিন্তু এখন ভাড়া দিতে রাজি নয় এসডিও ভূপেন্দ্র ভৌমিক। শুধু তাই নয় বিশ্বজিৎ সরকার ফোন করলে তার সাথে খারাপ আচরন করে যাচ্ছে বারবার হুমকিস্বরূপ বলছে একমাস, ছয় মাস, এক বছর হতে পারে টাকা ফান্ডে আসলে দেওয়া হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল গাড়ি ভাড়া নেওয়ার পূর্বে কথা দিয়েছিল দুই মাস গাড়ি চালানোর পর এক মাসের বেতন হাতে থাকবে আর এক মাসের বেতন দেওয়া হবে। অভাব-অনটনের সংসার বিশ্বজিত সরকার নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থা বর্তমানে অভাব-অনটনে রয়েছে। তার টাকা না দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যুবক সোজা বলেন যদি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তার টাকা পরিশোধ না করা হয় তাহলে আইনের দ্বারস্থ হবে। এদিকে আরো অভিযোগ উঠছে মধুপুর বিদ্যুৎ অফিসের এসডিও ভূপেন্দ্র ভৌমিকেৰ। অনেক পূর্ব থেকেই এলাকার যুবকদের সাথে প্রতারণা করে আসছে। মারুতি গাড়ি ভাড়া নিয়ে গাড়ির মালিকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে আসছে। এখনো অনেক গাড়ির মালিক রয়েছে গত এক বছর দুই বছর তিন বছর যাবত সেই টাকা পায়নি অর্থাৎ গাড়ির ভাড়া। এখন প্রশ্ন হলো সরকার টাকা দেওয়ার পরেও তিনি কেন চালকদের এবং মালিকদের সাথে প্রতারণা করে আসছেন তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে অথচ সরকার প্রত্যেক মাসেই টাকা।পরিশোধ করে দিচ্ছে। এদিকে এসডিও সাথে কথা বলতে গেলে তিনি বলেন বিল জমা দেওয়া হয়েছে টাকা আসলে দেওয়া হবে।

প্রায় সত্তরটি বুথে পুনরায় ভোট চাইলেন প্রদ্যুৎ কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ এপ্রিল।। ৬০-৭০ টি বুথে পুনরায় ভোট চাইলো প্রদ্যুৎ। কারণ রাজ্যে মঙ্গলবার স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে বেশ কিছু জায়গায় রেগিং, ছাপ্পা ভোট এবং ভোট বন্ধ করে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে টাকারজলা, খুমুলুঙ, শিলাছড়ি, বোধজং নগর সহ একাধিক এলাকায়। তিপরা পার্টির কর্মীদের মারধর করা হয়েছে। দলের বহু কর্মী আহত হয়েছে। থানায় মামলা করা হয়েছে। বিষয়গুলি রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে জানানো হবে। তাই অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হওয়া ৬০-৭০ টি বুথে পুনরায় ভোটের করার জন্য বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে তিপরা পার্টির চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন জানান। তিনি আরো বলেন, নির্বাচনের দিন রাজ্য পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা ছিল না বহু কেন্দ্রে। ফলে দুর্বৃত্তরা

সন্ত্রাসজনক ঘটনা করেছে। আগামী ১০এপ্রিল এ ডি সি ফলাফল ঘোষণার দিন ভায়োলেন্স চায় না তিপরা দল। আর এ লড়াই তিপরা পার্টির সাথে হচ্ছে বিজেপি"র। অর্থাৎ প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তিপরা পার্টি বিজেপি"কে মনে করে বলে জানান তিনি। প্রশাসন যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার জন্য জানান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দলের নেতৃত্ব এন্টনি দেববর্মা।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৯০৬ জনের আমেরিকায় করোনা-আক্রান্ত বেড়ে ৬২,২৮৩

ওয়াশিংটন, ৭ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকায় একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও বাড়তে বাড়তে ৯০০-র উর্ধে পৌঁছে গেল। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬২,২৮৩ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৯০৬ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩১,৫৬০,৪৩৮-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৯০৬ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার ২৬০ জনের। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬২ হাজার ২৮৩ জন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।